যে দুঃসাহসিক কাহিনী এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে সে আমার কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতা। কৈশোরের সেই মধুময় দিনগুলির স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেই স্মৃতিকথা এখন পুস্তকের আকারে লিপিবদ্ধ করতে বসেছি—এই আশায় যে, কিশোর পাঠক তার পৃষ্ঠা থেকে অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পারবে, প্রচুর আনন্দ লাভ করবে।

একটা কথা বলে শেষ করতে চাই। এমন কোন বালক যদি থাকে যার হাসতে মানা আছে কিংবা যে সব সময়ে মুখ ভারি করে ঘরের কোণে বসে থাকতেই ভালবাসে, আগে থেকেই তাকে বলে রাখি, সে যেন এ বই না পড়তে চায়। এ বই তার জন্য নয়।

র‍্যাল্‌ফ্‌ রোভার

স্বর্গতা ভগ্নী মণির পুণ্যস্মৃতিতে—

—এক—

দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে চিরদিনই আমার খুব ভাল লাগে। খুব ছোট বয়স থেকেই আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার বাবা ছিলেন এক জাহাজের কাপ্তেন। প্রথম যখন আমি সমুদ্রযাত্রা করি, তখন আমার বয়স মাত্র বারো বছর। তখন আমি শুধু ইংলণ্ডের বন্দরগুলোই ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময়ে এমন অনেক নাবিকদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যারা বিশাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশ দেখে বেড়িয়েছে। তন্ময় হয়ে তাদের গল্প শুনতাম। তাদের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে আমার মনে সব থেকে বেশী সাড়া দিত দক্ষিণ সাগরের প্রবাল দ্বীপের বৃত্তান্ত। 'প্রবাল' বলে এক খুব ছোট্ট প্রাণী কি ভাবে অগুন্‌তি সুন্দর দ্বীপ মহাসমুদ্রের বুকে সৃষ্টি করেছে, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনতে শুনতে কতদিন আহার নিদ্রা ভুলে গিয়েছি! ঠিক করে ফেললাম, একবার দক্ষিণ সাগরে পাড়ি দেব। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো বছর।

বাবা-মাকে রাজি করাতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত বাবা তাঁর এক পুরোনো নাবিক বন্ধুর সঙ্গে আমার

আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর জাহাজ 'এ্যারো' তখন দক্ষিণ সাগরে যাত্রা করছিল।

জাহাজ ছাড়ার দিন এল। ভারি সুন্দর দিনটা। আকাশে সূর্য্য ঝলমল করছে, প্রকৃতি শান্ত।

জাহাজ ছেড়ে দিল। একটু একটু করে পেছিয়ে যেতে লাগল তীর। অভিভূত হয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করলাম।

জাহাজে আমার বয়সী অনেক ছেলে ছিল। কিন্তু দু'জনের সঙ্গেই আমার ভাব হল বেশী, জ্যাক মার্টিন, আর পিটারকিন গে। জ্যাক ছিল আমার থেকে একটু বড়, আঠারো বছর বয়স। তার লম্বা পেশীবহুল চেহারায় যেন স্বাস্থ্য ফুটে বেরুচ্ছে। তার স্বভাবও ছিল ভারি সুন্দর, আর সেই জন্য জাহাজের সবাই তাকে খুব ভালবাসত। আমি তার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলাম। পিটারকিনের বয়স গোটা চৌদ্দ হবে। বেঁটে ছোটখাট ছেলেটা, যেমনি ছটফটে, আমুদেও তেমনি।

প্রথম দিনই জ্যাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, পিটারকিনের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেল খুব।

আমাদের সমুদ্রযাত্রার প্রথম দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সমুদ্র কখনো শান্ত, কখনো ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। অনেক অদ্ভুত মাছ দেখতে পেলাম। সব থেকে মজার হল উড়ুক্কু মাছগুলো। জল থেকে প্রায় একফুট ওপরে ওঠে আবার ঝুপ্ করে জলে পড়ে যাচ্ছিল।

শেষ পর্য্যন্ত আমরা প্রবাল দ্বীপের এলাকায় এসে পড়লাম।

প্রথম যে প্রবাল দ্বীপটা অতিক্রম করে চলে যাই, তার শ্বেতাভ তীর আর আলো-ঝলমল সবুজ তাল-জাতীয় গাছগুলো দেখে আনন্দে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কবে আমরা অমন একটা দ্বীপে নামব, এই আশায় তিনজনে দিন গুনতে লাগলাম। অবিলম্বেই আমাদের সে আশা পূর্ণ হল।

একদিন রাত্রে, তখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। পাঁচদিন ধরে চলল সেই ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। জাহাজে যা কিছু ছিল সব তছনছ হয়ে গেল, জীবনের আশা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হল। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি ঠিক করে বলতে পারলেন না, আমরা কোথায়। শুধু জানালেন, আমরা গন্তব্য পথ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি।

ছ'দিনের দিন তীর দেখা গেল। ছোট একটা দ্বীপ, তার চারিদিকে প্রবাল-শৈলের ছোট ছোট চূড়া জলের ওপর মাথা তুলে প্রাচীরের মত দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে। সমুদ্রের ঢেউ সজোরে সেই প্রাচীরের বুকে আছড়ে পড়ছে। চেষ্টা করতে লাগলাম, কোন রকমে যদি সেই দ্বীপে পৌঁছোন যায়, কিন্তু হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে জাহাজটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

কাপ্তেন বললেন, "আর কোন আশা নেই। নৌকো তৈরি কর, তীরে উঠতে চেষ্টা করতে হবে।"

নীরবে সবাই আদেশ পালন করতে লাগল। কিন্তু কারুর মনেই উৎসাহের লেশমাত্র নেই। ঐটুকু ছোট নৌকোতে

এই প্রবল ঝড়ে কারই বা উৎসাহ জাগে? কিন্তু এ ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?

জ্যাক আমাদের ছু'জনকে ডেকে বলল, "নৌকোয় আমরা যাব না। অতটুকু নৌকো এত লোকজন নিয়ে কোনমতেই তীরে পৌঁছতে পারবে না। তার চেয়ে এস আমরা একটা বড়গোছের দাঁড় আঁকড়ে পড়ে থাকি। যদি কপালে থাকে, ওতে ভর করেই ঢেউ খেতে খেতে আমরা দ্বীপে পৌঁছতে পারব।"

সঙ্গে সঙ্গে আমরা জ্যাকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু জ্যাকের কথার ভাবে বুঝলাম, জীবনের আশা অতি অল্প। প্রবাল প্রাচীরের বুকে লাফিয়ে পড়া প্রচণ্ড ঢেউয়ের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে আমাদের মরণের ডঙ্কা শুনতে পাচ্ছি। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক মুহূর্ত্তের।

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজের দিকে আসছে দেখে আমরা দাঁড়টার কাছে এগিয়ে গেলাম। দাঁড়ের কাছে যেতে না যেতেই প্রবল বেগে ঢেউটা জাহাজের ওপরে আছড়ে পড়ে জাহাজটাকে চুরমার করে দিল। আর একটা ঢেউ এসে লাগতেই দাঁড়টা ছেড়ে এল জাহাজ থেকে। প্রাণপণে দাঁড়টা আঁকড়ে ধরে আমরা ছুরন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিলাম। পরক্ষণেই দেখলাম, সমস্ত যাত্রীদের নিয়ে নৌকোটা উলটে গেল। তারপরে আর কিছুই জানি না।

—দুই—

জ্ঞান হতে দেখি, একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে খানিকটা ঘাসজমির ওপরে শুয়ে রয়েছি। আমার পাশে হাঁটু পেতে বসে পিটারকিন আমার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, মাথার ক্ষত থেকে রক্তস্রোত বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, শুনতে পেলাম পিটারকিন জিজ্ঞাসা করছে, কেমন বোধ করছি। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জনও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী থেকে অনেক দূরে, এক নির্জ্জন দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়েছি। চোখ মেলে তাকাতে জ্যাকের সঙ্গে চোখাচোখি হল; অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাতে ভর করে ধীরে ধীরে উঠলাম। মাথায় হাত দিতেই বুঝলাম, বেশ খানিকটা কেটে গেছে, রক্তপাতও হয়েছে প্রচুর।

আমাকে উঠতে দেখে জ্যাক আবার শুইয়ে দিয়ে বলল, "এখনো তুমি ভাল হওনি; শুয়ে থাক।...না না কোন কথা নয়। বরং সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে শোন।"

"না জ্যাক, ওকে কথা বলতে দাও। ও যে কথা বলতে পারছে এ জানলেও যেন নিশ্চিন্ত হই। যেরকম মড়ার মত প্রায় একঘণ্টা চুপ করে পড়ে ছিল। আর, কি ছেলে

বাবা তুমি ! উঃ, বলিহারি যাই। যা করে আমার গলা টিপে ধরেছিলে, দম আটকেই মরেছিলাম আর কি !"

পিটারকিনের কথা শুনে আমার একটু একটু করে সব মনে পড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, "সেকি, তোমার গলা টিপে ধরলাম কি হে ?"

"জাননা, সে কি ! কেন তুমি কি ভুলে গেছ—"

"হ্যাঁ, সমুদ্রে পড়ে যাওয়া থেকে আমার কিছুই মনে নেই।"

"চুপ কর পিটারকিন, ভুলে যেয়োনা, র‍্যাল্‌ফ্‌ অসুস্থ। —আমি বুঝিয়ে বলছি। জাহাজ ধাক্কা খেতেই আমরা তিনজনে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লাম, মনে আছে তো ? আচ্ছা বেশ। দেখলাম, দাঁড়টা তোমার মাথায় সজোরে লাগতেই তুমি বেহুঁস হয়ে পড়লে, আর সঙ্গে সঙ্গে কি করছ না জেনেই সজোরে পিটারকিনের গলা জাপটে ধরলে। আমার ভয় হল, বেচারা পিটারকিন হয়ত দম আটকেই মারা যাবে। কোন-রকমে তোমার কবল থেকে পিটারকিনকে মুক্ত করে তোমাদের নিয়ে ধীরে ধীরে তীরে পৌঁছলাম।"

"কিন্তু জাহাজটার কি হল, জ্যাক ? ভেঙে চুরমার হয়ে গেয়েছে ? আমি র‍্যাল্‌ফ্‌কে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, লক্ষ্য করতে পারিনি।"

"না, ঠিক চুরমার হয়ে যায় নি, তবে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়েছে।"

আমাদের নূতন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে খানিকটা

সময় গেল। আমার মনে কিন্তু বিশেষ আশা জাগছিল না। জ্যাকের কাছে শুনেছি, এ একটা দ্বীপ। কিন্তু কি রকম দ্বীপ, এতে জনমানব আছে কিনা, কিছুই জানিনা। আর জনমানবের অস্তিত্বটাই যে বিশেষ আশাপ্রদ, তাই বা কি করে বলি? দক্ষিণ সাগরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তো তারা হয়ত আমাদের জীবন্তই পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে! আর যদি এ দ্বীপ নির্জ্জন হয় তো আমাদের অনাহারেই মরতে হবে এখানে! "না, আশা নেই, কোন আশাই নেই।" এই কথা কয়টা আমাব অজ্ঞাতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আশা নেই, বল কি র্যাল্‌ফ্! আমি তো বলব, আমরা ববং বেঁচেই গেছি!" জ্যাক বলল।

পিটারকিন বলল, "আমার কি মনে হয় জান? আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে আমরা এখানে এসে পড়েছি। আমাদের মত তিনজন ক্ষুদে নাবিকের পক্ষে এর থেকে ভাল আর কি হতে পারত? একটা গোটা দ্বীপ আমাদের সম্পূর্ণ অধিকারে; এখনি আমবা এখানকার অসভ্য বাসিন্দাদের আমাদের সেবায় লাগাব। জ্যাক, তুমি হবে রাজা, র্যাল্‌ফ্ হবে প্রধান মন্ত্রী, আব আমি—"

"কিন্তু অসভ্য বাসিন্দা যদি কেউ না থাকে?"

"তাতেই বা ক্ষতি কি? তখন আমরা একটা চমৎকার বাড়ী তৈরি করব; তার চারিদিকে থাকবে এ অঞ্চলের সেরা

ফুল দিয়ে সাজানো এক অপূর্ব্ব বাগান। তারপর চাষ-বাস, ফল-ফসল করে মহা আনন্দে খেয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।"

"কাজের কথায় এস পিটারকিন। আমাদের সত্যিই নিশ্চিন্ত হবার কথা নয়। এ দ্বীপ যদি নির্জ্জন হয় তাহলে আমাদের হয়ত বন্য পশুর মতই জীবনধারণ করতে হবে, কারণ কোন রকম যন্ত্রপাতি আমাদের নেই, একটা ছুরি পর্য্যন্ত নয়।" জ্যাক বলল।

"কে বলে ছুবি নেই, নিশ্চয় আছে", বলে পিটারকিন পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট ছুবি বের করল। ছুরিটা এককালে দুমুখো ছিল, কিন্তু তার একটা ফলা'ব কোন অস্তিত্বই নেই, আব অন্যটারও আধখানা ভাঙা।

জ্যাক বলল, "যাক, তবু তো মোটে না থাকাব চেয়ে ভাল! সে যাই হোক, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অনেক কাজ রয়েছে। প্রথমেই দেখতে হবে, আমাদের কার কাছে কি আছে। তারপর একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দ্বীপটাকে ভাল করে দেখে নেব, কাবণ ভাল হোক আর মন্দই হোক, কিছুদ্দিনের জন্য অন্তত এই দ্বীপকেই এখন আমাদের ঘরবাড়ী হিসেবে আশ্রয় করতে হবে।

—তিন—

একটা পাথরের ওপরে বসে আমাদের পার্থিব সম্পত্তির হিসাব নেওয়া শুরু হল। সকলের পকেট সযত্নে অনুসন্ধান করে যা কিছু পাওয়া গেল সব এক জায়গায় জমা করা হল। এক, পিটারকিনের ভাঙা ছুরিটা; দুই, একটা পেতলের পেন্সিল (কিন্তু তাতে সীসের অস্তিত্ব নেই); তিন, প্রায় ছ'গজ লম্বা সরু দড়ি; চার, জাহাজের পাল সেলাই করবার ছোট্ট ছুঁচ; পাঁচ, একটা জাহাজের টেলিস্কোপ, যেটা আমি অজ্ঞান অবস্থাতেও প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিলাম; ছয, জ্যাকের কড়ে আঙুলের আংটিটা; সাত, খানিকটা লম্বা ববাব। এ সব ছাড়াও আমাদেব প্রত্যেকের পিঠে পোষাকের বাণ্ডিল বাঁধা ছিল।

হঠাৎ জ্যাক্ চীৎকার কবে উঠল, "দাঁড়টা! আরে, সেটার কথা যে একেবারে ভুলে গেছি!"

"সেটা আবার কি কাজে আসবে? দ্বীপে যা গাছ আছে তাতে তো অমন হাজারটা দাঁড় হতে পারে হে!" পিটারকিন বলল।

"তা পারে, কিন্তু সেই দাঁড়ের আগায় যে লোহাটুকু আছে সেটা আমাদের অশেষ কাজে আসবে।"

"ঠিক বলেছ! চল যাই, নিয়ে আসি সেটা।" বলেই উঠে

পড়লাম। তাড়াতাড়ি তিনজনে অগ্রসর হলাম সমুদ্রের দিকে। রক্তক্ষরণের ফলে দুর্ব্বল বোধ করছিলাম; ওদের সঙ্গে সমান তালে চলতে না পারায় পেছিয়ে পড়তে লাগলাম বারবার। জ্যাক লক্ষ্য করেছিল তা, তাই পেছিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করতে লাগল। আশ্চর্য্য, ঝড় একেবারে থেমে গেছে; যেন জাহাজটা ধ্বংস করবার পর ছুটি পেয়েছে সে।

দ্বীপটা পর্ব্বতময়, রঙ-বেরঙের সুন্দর গাছপালায় ছাওয়া। সেই অগুন্তি গাছের মধ্যে তালজাতীয় গাছের সংখ্যাই বেশী, তাদের মধ্যে কেবল নারকেলগাছ ছাড়া আর সবই আমাব অজানা। ঝলমলে সবুজ তীবের প্রান্ত বেয়ে বালিব শ্বেতাভ রেখা চলে গিয়েছে, সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ এসে পড়ছে তার ওপরে। এতে আমি একটু বিস্মিত হলাম, কারণ দেশে থাকতে দেখেছি, ঝড় থেমে যাওয়ার অনেকক্ষণ পবে পর্য্যন্ত পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের রাশি তীরেব বুকে আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই অবশ্য এর কারণটা বুঝতে পারলাম।

তীর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ ঢেউগুলো পাক খেতে খেতে সশব্দে সেই প্রবালের প্রাচীরের ওপরে ভেঙে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সাদা জলস্তম্ভেব মত দেখাচ্ছে। পরে জানতে পেরেছিলাম, এই প্রবালের প্রাচীর প্রায় সমস্ত দ্বীপটাকেই ঘিরে রেখেছে, আর ঢেউয়ের সমস্ত উদ্দামতা নিজের মাথায় ধরে তীরে পৌঁছবার আগেই তাদের

নিস্তেজ করে দিচ্ছে। ফলে, প্রাচীর আর দ্বীপের মাঝের জলরাশি নিস্তরঙ্গ, শান্ত।

হঠাৎ পিটারকিনের চীৎকারে আমাদের চমক ভাঙল। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই দেখি, সে কেবল নাচছে আর লাফাচ্ছে, আর থেকে থেকে তীরের কাছে গিয়ে কি যেন একটা ধরে প্রাণপণে টানাটানি করছে।

"কি অদ্ভুত ছেলে দেখেছ?" বলে জ্যাক আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে তার কাছে নিয়ে চলল।

"এই যে, পেয়েছি হে, পেয়েছি। ঠিক যে জিনিষটি চাইছিলাম। ওঃ, ফার্স্টক্লাশ!" পিটারকিন চীৎকাব কবে উঠল।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। আমাদের বন্ধু পিটারকিন থেকে থেকে এইরকম অনেক অদ্ভুত কথাই বলে উঠত, যাব কোন অর্থ আমি অন্তত বুঝতাম না।

কাছে যেতে দেখি, দাঁড় থেকে কুড়ুলটা খুলে নেবার জন্য পিটারকিন প্রাণপণে চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছে না।

একটানে কুড়ুলটা খুলে নিয়ে জ্যাক বলল, "হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা সত্যিকারের কাজের জিনিষ পেয়েছি। একশোটা ছুরির থেকেও এব দাম এখন আমাদেব কাছে বেশী। আব দেখেছ, কত নতুন, কেমন ধারালো!" আমাদের অন্যান্য সম্পত্তি সব যেখানে ছিল, কুড়ুলটাও সেখানে নিয়ে গেলাম।

জ্যাক বলল, "চল দ্বীপের পেছন দিকটায় যাই, জাহাজটা

যেখানে ধাক্কা খেয়েছে ; দেখি যদি কিছু ঢেউয়ে ভেসে তীরে পৌঁছে থাকে। কিছু যে পাব সে আশা করি না, তবুও দেখতে দোষ কি ?”

অস্তসূর্য্যের আভায় উদ্ভাসিত তীর ধরে যেতে যেতে হঠাৎ পিটারকিনের মনে হল, খাদ্য বলতে একমাত্র বুনো ফল ছাড়া আর কিছুই নেই। জ্যাককে বলল, “কি হবে জ্যাক, বনের ফলগুলো যদি খেতে বিস্বাদ হয় কিংবা বিষাক্ত হয় ?”

“না, সে ভয় নেই। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ওদের মধ্যে কতকগুলো ফল আমাদের দেশেরই মত অনেকটা। তাছাড়া এইমাত্র দুয়েকটা পাখীকে সে সব ফল খেতে দেখলাম। যে ফল খেয়ে পাখী মরে না, মানুষ হয়ে আমরাও তাতে মরব না। কিন্তু এত কথার কি দরকার ? ঐ চেয়ে দেখ।”

জ্যাকের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে তাকাতে একটা নারকেল গাছ চোখে পড়ল,—বেশ কয়েক কাঁদি ফল ধরে রয়েছে। জ্যাক বলল, “ঐ যে নারকেল দেখছ, ওতেই আমাদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূর হবে। জান তো, কচি ডাবের জল যেমন তৃষ্ণা দূর করে, ঝুনো নারকেলের শাঁসও তেমনি সুস্বাদু আর পুষ্টিকর। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্তা করে আর তোমাকে বিব্রত হতে হবে না।”

“তাইতো জ্যাক, এ তো আমার এতক্ষণ মনেই হয়নি ! বা রে বাঃ, একই গাছে জল আর খাবার ! আরামসে সমুদ্রে স্নান, আর রাজার হালে দ্বীপে বাস করা, অথচ এর জন্যে এতটুকু কষ্ট

করতে হবে না! নাঃ, এ দ্বীপ আর ছাড়া চলল না দেখছি; এখানেই আমরা সারাজীবন কাটিয়ে দেব।" পিটারকিন বলল।

জাহাজ যেখানে ধাক্কা খেয়েছিল এতক্ষণে আমরা সে জায়গায় এসে পৌঁছলাম। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরেও কিছুই পাওয়া গেল না।

ফিরতে ফিরতেই অন্ধকার হয়ে আসায় পাহাড়ের ওপরে উঠে দ্বীপটা দেখা সেদিনের মত স্থগিত হইল। সেই স্বল্প আলোয় কয়েকটা ডালপালা আর কি একটা অজানা গাছের বড় বড় পাতা কেটে তা দিয়ে কোনমতে রাত্রি-বাসের উপযুক্ত একটা আস্তানা গড়ে তুললাম। মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম লতা পাতা আর শুকনো ঘাস। এবার আহারের চিন্তা। পিটারকিন কয়েকটা নারকেল পেড়ে আনল। ইতি-মধ্যে বেশ অন্ধকাব হয়ে এসেছে, আগুন না জ্বাললে আর উপায় নেই। কিন্তু কি করে আগুন জ্বালা যায়! কিছুতেই কোন উপায় মনে পড়ল না।

জ্যাক বলল, "পাথর তো অজস্র রয়েছে, কিন্তু লোহা না হলে কি করে আগুন জ্বালি?"

"হয়েছে হয়েছে," পিটাবকিন চীৎকার করে উঠল, "দূর-বীণেব বড় কাঁচটা দিয়েই তো বেশ আগুন জ্বালা যাবে!"

'ভুলে যেয়োনা পিটারকিন, সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। রোদ না পেলে তোমার কাঁচ কোন কাজেই লাগবে না।"

পিটারকিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

"ঠিক হয়েছে!" বলে জ্যাক উঠে গিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে এনে তার ছালটা ছাড়িয়ে ফেলল। "এভাবে আমি আগুন জ্বালাতে দেখেছি। দাও দেখি দড়িটা।"

ডালটার দুদিকে দড়ি বেঁধে জ্যাক একটা ধনুক তৈরি করল। তারপর একটা শুকনো ডাল থেকে তিন ইঞ্চিটাক কেটে নিয়ে তার দুটো দিক ছুঁচলো করে ধনুকের ছিলার সঙ্গে জড়িয়ে নিল সেটা। তারপর আর এক টুকরো শুকনো ডালের ওপরে ছিলায় জড়ানো সেই ছোট্ট কাঠটার একটা দিক রেখে আর-একখণ্ড কাঠ দিয়ে অন্য দিকটা একহাতে চেপে ধরল, তারপর অপর হাতে খুব জোরে ধনুকটা ঘসতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শুকনো কাঠটা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। এক মিনিট যেতে না যেতেই জ্বলে উঠল কাঠটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক প্রচণ্ড আগুনের সামনে বসে আমরা মহা আনন্দে নারকেল ভক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

—চার—

জাহাজডুবির পরের দিন সকালবেলা। ঘুম ভাঙতেই দেখি, ভোরের আলোর রক্তিম আভা মুখে এসে পড়েছে। খুসিতে ভরে উঠল মন। পিটারকিন, জ্যাক তখনো ঘুমোচ্ছে। পিটারকিনের মাথার ঠিক ওপরেই একটা ডালের ওপরে একটা ছোট্ট পাখী চোখে পড়ল। কী অপূর্ব্ব সুন্দর পাখীটা! তন্ময় হয়ে তার রঙ্ বেরঙের পালক লক্ষ্য করতে লাগলাম। পাখীটা একটু মাথা দোলালো, তারপর মাথা নীচু করে পিটার-কিনকে দেখে নিল—একবার ডান চোখে, আর একবার বাঁ চোখে। পিটারকিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড হাঁ করে তখনো সে ঘুমোচ্ছে, আর পাঁখীটা অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে তার দিকে। ভারি মজা লাগল দেখে। পিটারকিন যেরকম হাঁ করে রয়েছে, পাখীটা যদি পা পিছলিয়ে বা অন্য কোন রকমে ঝুপ্ করে তার মুখের মধ্যে পড়ে যায়? ভাবতেই হাঁসি পেল। হঠাৎ পাখীটা নীচু হয়ে তার মুখের কাছে গিয়ে খুব জোরে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিনের ঘুম ভেঙে গেল। অস্ফুট শব্দ করে ওপরের দিকে তাকাতেই দেখে, পাখীটা উড়ে পালাচ্ছে।

"দুষ্টু পাখী কোথাকার!" বলে পিটারকিন তাকে ভেঙচে উঠল। তারপর চোখ রগড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কটা

বেজেছে। প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল, বললাম, "কি করে বলি বল, আমাদের ঘড়ি যে সমুদ্রের তলায় রয়ে গিয়েছে। তবে একথা বলতে পারি, বেলা বেশী হয়নি, এই সবে সূর্য্য উঠল।"

এতক্ষণে পিটারকিনের সব মনে পড়ে গেল। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে বেশ বড় করে এক নিঃশ্বাস নির্ম্মল বাতাস টেনে নিতেই তার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ দুটো কচলে নিল আর একবার, তারপর এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। ঝোপ-ঝাপের ফাঁক দিয়ে যেই সমুদ্র চোখে পড়ল, আর যায় কোথা। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে উল্লাসে চীৎকার করতে করতে একদৌড়ে বালি পার হয়ে জলে নামতে লাগল।

তার চীৎকারে জ্যাকেরও ঘুম গেল ভেঙে। অবাক হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। জলে পিটারকিনেব দিকে দৃষ্টি পড়তেই হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে, মাথার চুলগুলো পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে, তীরবেগে বালি পার হয়ে সশব্দে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল।

আমিও আর থাকতে পারলাম না, এক ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

যেমনি সাঁতারে, তেমনি জলে লম্ফঝম্প কাটতেও জ্যাক খুব ওস্তাদ। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় মিনিট খানেক জলের তলায় থেকে অনেক দূরে ফুঁড়ে উঠত সে। সাঁতারে, লম্ফঝম্পে, আমিও

বেশ পোক্ত, যদিও জ্যাকের মত অত ওস্তাদ নই। পিটারকিন ভাল সাঁতার জানত না, আর সেইজন্য গভীর জলে যেতে ভয় পেত। জ্যাক আর আমি কিন্তু প্রায়ই গভীর জল পর্য্যন্ত চলে যেতাম, ডুব দিয়ে নুড়ি তুলতাম। আমাদের দ্বীপ আর সেই প্রবাল-প্রাচীর শ্রেণীর মধ্যেকার জল এত শান্ত যে অনেক সময় জলের নীচেকার সমস্ত কিছু পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেত। প্রথমবার ডুব দিয়ে জলের তলায় গিয়ে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছিলাম, সে কোনদিন ভুলব না। এক অদ্ভুত সুন্দর বাগান ভিন্ন তাকে আর কিই বা বলা যেতে পারে! হাজার রকম আকৃতির রঙ-বেরঙের প্রবালে সমস্ত সমুদ্রের বুকটা ছাওয়া! তাদের ঘিরে যে সব শ্যাওলা রয়েছে, তাদের রঙের ঘটা, কমনীয় আকৃতি, কথায় বোঝানো যায় না। লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কত রঙের মাছ খেলা করছে; আমাদের দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

প্রথম বার ডুব দেবার পর নিঃশ্বাস নেবার জন্য কাছাকাছি ভেসে উঠতেই জ্যাক জিজ্ঞাসা করল, "এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য আগে দেখেছ কখনো?"

"সত্যিই জ্যাক, কখনো দেখিনি। এ যেন রূপকথার রাজ্য! মনে হয়, যেন স্বপ্ন দেখছি!"

"স্বপ্ন? হ্যাঁ, স্বপ্নই বটে! এসো তাহলে, আশ মিটিয়ে স্বপ্ন দেখি।" বলে আবার সে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম।

—পাঁচ—

প্রাতরাশ সেরে নিয়ে ঠিক হল, দ্বীপটা ভাল করে দেখতে হবে। আমাদের সমস্ত সম্পত্তি একটা গুহার মধ্যে রেখে কাছাকাছি একটা গাছ থেকে বেশ মজবুত দেখে দুটো লাঠি কেটে নেওয়া হল। একটা আমি নিলাম, আর একটা নিল পিটারকিন। জ্যাক কুড়ুলটা নিল। কে বলতে পারে, পথে কোন বিপদে পড়ব কি না!

সমুদ্রের ধার দিয়ে কিছুদূর যেতেই একটা উপত্যকাব সামনে এসে পৌঁছলাম। একটা ছোট নদী উপত্যকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে পেছন করে দ্বীপটার দিকে তাকালাম।

যে অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ল তা কথায় বোঝানো যায় না। উপত্যকার দুদিকের জমি একটু একটু করে উঠে গিয়ে দুটো পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। সমস্ত উপত্যকা; পাহাড়-পর্ব্বত, হরেক রকমের গাছপালায় ছাওয়া।

আমাদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান বলে জ্যাক চলল সবার আগে। তার পেছনে পিটাবকিন, আর সবার পেছনে আমি। ক্রমে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এমন সময় হঠাৎ জ্যাক একটা গাছ আরিষ্কাব করল—রুটি-ফলের গাছ। বলল, "জানো, এ হল সেই বিখ্যাত রুটি-ফলের গাছ!"

"বিখ্যাত রুটিফল! কই, কখনো তো তার কথা শুনিনি?" পিটারকিন বলে উঠল।

"তাহলে হয়ত ততটা বিখ্যাত নয়", বলে জ্যাক তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বলল, "যাক্‌গে, শোনো। দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপগুলোয় এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বছরে দু'বার, কখনো তিনবারও এতে ফল ধরে। ঠিক রুটির মত এর ফলগুলো। দক্ষিণসাগরের বাসিন্দাদের অত্যন্ত প্রিয়।"

"বারে মজা, বেশ তো! এই আজব দ্বীপে সবই দেখছি আমাদের জন্যে তৈরি রয়েছে—রুটি, জল, কিছুরই অভাব নেই! সত্যি জ্যাক, তুমি সব জান, সমস্ত খবর রাখো।" পিটারকিন বলে উঠল।

"সব জানি কি করে বলব? আবার এমন অনেক গাছও দেখছি, যাদেব সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানিনা।"

"তা হোক জ্যাক, তবু তোমার বয়সের পক্ষে তুমি অনেক খববই বাখো।"

এই আবিষ্কারেব ফলে আমাদের মন খুসিতে ভরে উঠল, আমরা সানন্দে পাহাড়ে উঠতে শুরু কবলাম। ওপরে উঠে দেখলাম, এব থেকেও উঁচু আর একটা পাহাড় এ দ্বীপে রয়েছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাও নানা রকমের গাছ-পালার ছাওয়া। ওখান থেকে নেমে এসে বড় পাহাড়টায় গিয়ে উঠলাম। এই পাহাড়টাই দ্বীপের মধ্যে সব থেকে উঁচু। এখান থেকে সমস্ত দ্বীপটা মানচিত্রের মত দেখায়। দুই

পাহাড়ের মধ্যে যে সুন্দর উপত্যকা রয়েছে, তার কথা আগেই বলেছি। উপত্যকাটা দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে ; মাঝখানটা উঁচু, আর দুটো দিক ঢালু হয়ে দু'দিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বড় পাহাড়টা বুঝি একটু একটু করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছে ; কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মাঝে মাঝে অনেকগুলো ছোট ছোট উপত্যকার মত রয়েছে। কয়েকটা ঝরণা এখানে ওখানে তাদের গা বেয়ে নেমে এসে ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি করেছে।

পাহাড়ের নীচে একটা ছোট মাঠ, সবুজে ছাওয়া। দ্বীপের অপর পারে, যেখানে আমরা আস্তানা পেতেছি, রয়েছে ছোট পাহাড়টা। তার নীচে থেকে তিনটে উপত্যকা তিন দিকে চলে গিয়েছে। তারই একটা বেয়ে আমরা এখানে এসেছি।

দ্বীপটা প্রায় গোলাকার, তার ব্যাস মাইল দশেক হবে। চারিদিক ঘুরতে গেলে হবে ত্রিশ মাইল বা তার থেকে কিছু বেশী। লক্ষ্য করে দেখলাম, সেই প্রবাল-প্রাচীর সমস্ত দ্বীপটাকেই ঘিরে রেখেছে। ভাঙা জাহাজটা যেদিকে পড়েছিল, দুটো ছোট ছোট দ্বীপ সেদিকে দেখা যায়। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন ওরই একটাতে নামবার চেষ্টা করেছিলেন। আরও অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ ছড়ানো রয়েছে চারিদিকে।

এই রকম আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। অনেকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের

দাগ ফেরার পথে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু দাগগুলো নতুন কি পুরোনো ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, মাংসের আশায় উৎফুল্ল হয়ে আমরা আস্তানায় পৌঁছলাম।

ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হল। বলা বাহুল্য, পিটারকিনই তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হলাম, দ্বীপে জনমানবের অস্তিত্ব নেই।

—ছয়—

এর পরে কয়েকটা দিন কেটে গেছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই এর মধ্যে ঘটেনি। খুব হৈ হল্লা করে, সাঁতার, লম্ফঝম্প দিয়ে দিন কেটেছে।

ইতিমধ্যে জ্যাক কিন্তু একেবারে চুপচাপ ছিল না। দাঁড়টা থেকে ইঞ্চি তিনেক লোহা কেটে নিয়ে তা দিয়ে একটা চমৎকার ছুরি তৈরি করেছে। প্রথমে কুড়ুল দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেটাকে চেপ্টা করে নিল, তারপর একটা হাতল মত তৈরি করে লোহাটা তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাথরের ওপরে ঘসতে লাগল, যতক্ষণ না বেশ ধার হয়। তারপর দড়িটা খুলে ফেলে একটা ভাল হাতল তৈরি করে লোহাটায় লাগাতেই সুন্দর ছুরি তৈরি হল। পিটারকিনও দড়িটা কাজে লাগাতে ছাড়ল না, তাতে শামুক বেঁধে মাছ ধরা শুরু করে দিল! মাছগুলো শামুকটা গিলে ফেলতেই অমনি সে তাড়াতাড়ি টেনে তুলত। .কিন্তু দড়িটা ছোট হওয়ায় গভীর জলে ফেলতে পারত না, তাই যা মাছ উঠত সব কম জলের ছোট ছোট মাছ।

একদিন পিটারকিন মাছ ধরা সেরে ফিরে এসে বলল, "এই কম জলে আর ছোট মাছ ধরতে ভাল লাগছে না। জ্যাক, তুমি আমাকে পিঠে করে গভীর জলে নিয়ে যাও, বেশ ভাল করে মাছ ধরি।"

"ওঃ, এই কথা? আগে বলতে হয়! আচ্ছা দেখি, কী করা যেতে পারে।" বলে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা একটা নৌকো তৈরি করলে কেমন হয়?"

"সে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণ আমি দেরি করতে পারব না।"

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর হঠাৎ জ্যাক লাফিয়ে উঠল, "হয়েছে, হয়েছে! একটা বড় গাছের গুঁড়ি কেটে দিচ্ছি, তাতেই বেশ কাজ চলে যাবে।"

তারপর সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বড় গাছ বেছে নেওয়া হল।

গাছটা কেটে ফেলতে বেশী দেরী হল না, তারপর ছুটো লগির মত তৈরি করে নিয়ে তিনজনে মিলে ঠেলতে ঠেলতে সেটাকে জলে ফেললাম। ঠিক নৌকোর মত না হলেও কাজ চলবার পক্ষে বেশ হল। তুদিকে ছু' পা ঝুলিয়ে মজাসে দাঁড় টানতে লাগল্াম। থেকে থেকে উল্টে যেত বটে, কিন্তু তাতে আমরা আপত্তি করতাম না, কারণ ভিজে জামাকাপড় অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার শুকিয়ে যেত।

"আস্তে চালাও জ্যাক, খুব আস্তে আস্তে। যেদিকে আগাছা নেই সেইদিক দিয়ে চল।—এই যে, এই যে একটা মাছ দেখতে পাচ্ছি! উঃ, কি প্রকাণ্ড মাছটা! এক ফুটের কম হবে না! আসছে, আসছে; এগিয়ে আসছে!" পিটারকিনের কণ্ঠস্বরে

প্রবল উত্তেজনা—"হ্যাঁ, এই, এই···যাঃ চলে গেল!" পিটার-কিনের বুক ফেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

'খেয়েছিল নাকি?" জ্যাক জিজ্ঞাসা করল।

"দুয়েকবার ঠুকরে তারপর মুখের ভেতর করে নিয়েছিল, কিন্তু যেই টানতে গেছি ওমনি ব্যাটা হাঁ করে ছেড়ে দিল টোপটা।"

"আচ্ছা আর একবার দাও দেখি," হাসতে হাসতে জ্যাক বলল। কিন্তু সে মাছটা আর এল না; পিটারকিনের কু-অভিসন্ধি টের পেয়ে গেছে বোধহয়। সেখান থেকে আমরা চলে এলাম। কিছুদূর আসতেই দেখি, একটা প্রকাণ্ড বড় মাছ একটা ফাটল থেকে বেরিয়ে টোপটার দিকে ধেয়ে এল। এসেই একেবারে সমস্ত টোপটা গিলে ফেলল।

"ধরেছি, ধরেছি এবার, আর দেখতে হবে না," দড়ি টানতে টানতে পিটারকিন সোৎসাহে চীৎকার করে উঠল "আরে ব্বাস, কি গেলাই গিলেছে, একেবারে ল্যাজ পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে বোধহয়।"

মাছটাকে জলের ওপর পর্য্যন্ত টেনে তুলতেই ভাল করে দেখব বলে আমরা সেদিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম; অমনি সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা গেল উল্টে। তাড়াতাড়ি পিটারকিন দু'হাতে মাছটার গলা জড়িয়ে ধরল, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই একসঙ্গে জলে পড়ে গেলাম।

জলের ওপরে ভেসে উঠতেই পরস্পরের অবস্থা দেখে আমরা

না হেসে থাকতে পারলাম না। যাই হোক, কোন রকমে আবার নৌকোর ওপরে উঠে বসলাম। পিটারকিন তখনো প্রাণপণে মাছটা আঁকড়ে রয়েছে।

মাছটাকে নৌকোর সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নিয়ে আর একটা শামুক বেঁধে আবার পিটারকিন টোপ ফেলল।

এই ভাবে হৈ হৈ করছি, এমন সময়ে একটু দূরেই জলের ওপরে কি একটা নড়ছে দেখা গেল। পিটারকিন মনে করেছিল, এ নিশ্চয় কোন বড় মাছ হবে, তাই আমাদের সেদিকে নৌকো নিয়ে যেতে বলল। কিন্তু জ্যাক তার কথায় কর্ণপাত করল না, ভয়-পাওয়া চাপা গলায় বলে উঠল, "দড়ি তুলে নাও পিটারকিন, দাঁড় ধর শীগগির—এ একটা হাঙর!"

একথা শুনে ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। আমাদের পা জলে ডোবানো রয়েছে, ওপবে তুলে নেব যে সে উপায় নেই, তাহলেই নৌকো উল্টে যাবে। তাড়াতাড়ি দড়িটা তুলে নিয়ে পিটাবকিন সজোরে দাঁড় টানতে লাগল, আমরাও প্রাণপণে দাঁড় টানতে টানতে ডাঙার দিকে অগ্রসর হলাম। তখনো ডাঙা অনেক দূরে, এদিকে হাঙরটা অনেক কাছে এসে পড়েছে.; আমাদের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে সুযোগের অপেক্ষা করছে। ওর ইতস্তত ভাব দেখে মনে হল ও ঠিক করতে পারছে না, আমাদের আক্রমণ করবে কি না। আমরাও ডাঙায় পৌছবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ জ্যাক চীৎকার করে উঠল—"এসে পড়ছে, একেবারে এসে

পড়েছে !” তাকিয়ে দেখি, হাঙরটা আমাদের খুব কাছেই ফুঁড়ে উঠল। আমরা তখন ভয়ে আত্মহারা হয়ে সজোরে জলে দাঁড়ের শব্দ করতে লাগলাম। এতে হাঙরটা ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গেল।

“মাছটা ওর কাছে ছুঁড়ে দাও,” জ্যাক চীৎকার করে উঠল—“কয়েক মিনিটও যদি আমরা ওকে দূরে রাখতে পারি তো ডাঙায় পৌঁছতে পারব।”

বিনা বাক্যব্যয়ে পিটারকিন মাছটা ছুঁড়ে দিয়েই আবার দাঁড় টানতে শুরু করল। মাছটা জলে পড়তেই হাঙরটা মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই ভেসে উঠল আবার। তার হাঁ করা মুখে ধারালো দু’পাটি দাঁতের সারি দেখে ভয়ে শিউরে উঠলাম।

জ্যাকের হিসেবে ভুল হয়েছিল। মাছটাকে গিলেই হাঙরটা ক্ষান্ত হয়নি, কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, ও আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। ওর হাবভাব দেখে মনে হল, এবারে ও আমাদের আক্রমণ করবে।

“দাঁড় টানা থামাও,” জ্যাক চীৎকার করে উঠল—“দেখছ না, ও যে এসে পড়েছে ! আমি যা বলছি, ঠিক তাই করে যাও। র‍্যাল্‌ফ, পিটারকিন, হাঙরের দিকে তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে না ; শুধু দেখো, নৌকো যেন না কোনমতেই উল্‌টে যায় !”

দুজনে প্রাণপণে নৌকো ধরে রইলাম, ভয়ে বুক কাঁপছে ! এই ভাবেই কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত, মনে হল যেন কত

যুগ। জ্যাকের নিষেধ সত্ত্বেও পেছন ফিরে হাঙরটার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। আড়চোখে দেখি, দাঁড়টা উঁচিয়ে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে জ্যাক বসে রয়েছে, মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে ভীষণ নিষ্ঠুরতা। দু'চোখের দৃষ্টি জলের ওপরে স্থির নিবদ্ধ। হঠাৎ হাঙরটা নৌকোর খুব কাছে, একেবারে জ্যাকের পা লক্ষ্য করে ধেয়ে এল। আমি আর থাকতে পারলাম না, চীৎকার করে উঠলাম। তাড়াতাড়ি জ্যাক নৌকোর ওপরে পা তুলে নিতেই হাঙরের মুখটা নৌকোর তলায় ঘসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক ওর প্রকাণ্ড হাঁ করা মুখের ভেতরে সজোরে দাঁড়টা পুরে দিতেই সেটা ওর গলার ভেতর পর্য্যন্ত চলে গেল। জ্যাক দাঁড়টায় এত জোর লাগিয়েছিল যে সেই ধাক্কায় নৌকোটা উল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জলে পড়ে গেলাম। পবমুহূর্ত্তেই আবার ভেসে উঠলাম আমরা।

"সাঁতার কাট—ডাঙা লক্ষ্য করে সজোরে সাঁতার কাট," জ্যাক চীৎকার করে বলল—"পিটারকিন, আমার জামাটা ধরে যত জোরে পাব সাঁতরাও।"

পিটারকিন তার জামা চেপে ধরতে জ্যাক সজোরে তাকে নিয়ে সাঁতরে চলল। আমি একা থাকায় ওদের সঙ্গে যেতে বেশী অসুবিধা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তীরের কাছে কম জলে চলে এলাম—এত কম জলে হাঙর আসতে পারে না। এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত কোন রকমে নিরাপদে তীরে এসে পৌছলাম।

—সাত—

"উঃ, কি সাঙ্ঘাতিক," ডাঙায় উঠে ভাল করে দম নিয়ে পিটারকিন বলে উঠল—"অথচ এর আগে কতবার তোমরা না জেনে সাঁতার কাটতে কাটতে ওখানে গিয়েছিলে! নাঃ, আমার কপালই খারাপ, গভীর জলে মাছ ধরার আশা নৌকো তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়তেই হল।"

"সাঁতার কাটা, বা ঝাঁপ দেওয়াও আর আমাদের চলবে না। সত্যি, ভাবতেও মনে কষ্ট হয়। অর্দ্ধেক আনন্দ তো ঐখানেই চলে গেল।" বিষণ্ণ স্বরে জ্যাক বলল।

"আমাদের এখন এমন এক জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে জল গভীর, অথচ যেখানে প্রবাল-প্রাচীরের ওপার থেকে কোন বড় প্রাণীর প্রবেশ করা সম্ভব হবে না।" আমি বললাম।

কদিন ধরে সেই রকম জায়গারই অনুসন্ধান চলল।

সেদিন সকালে পিটারকিন আর আমি বসে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ভিজে পোষাকে জ্যাক এসে হাজির—"পেয়েছি র‍্যাল্‌ফ্‌, ঠিক যেমনটি খুঁজছিলাম। শিগ্‌গির এসো দেখবে।"

"কি, কি পেয়েছ জ্যাক?" পিটারকিন চীৎকার করে উঠল।

"আমাদের স্নানের ঘাট। চলনা, নিজের চোখেই দেখবে!"

সত্যি, ভারি সুন্দর জায়গাটা। পরিষ্কার টলটলে জল, অনেক নীচের প্রবালগুলোও অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর তাদের আকৃতি, কি অপূর্ব্ব রঙ, আগাছাগুলোও কি চমৎকার দেখতে! এ যেন আগের চাইতেও ভাল হল। প্রবাল-প্রাচীরের প্রবেশ-পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কোন বড় জলজন্তুর পক্ষে এখানে আসাও সম্ভব নয়। আরও একটা সুবিধে, আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ। আমরা এর নাম দিলাম, 'জলের বাগান।'

সমুদ্রের নীচে ডুব দেবার সময় ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। সব থেকে মজা লাগত 'প্রবাল' বলে এক ধরণের কীটের গতিবিধি। আগেই শুনেছিলাম, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক ছোটখাট দ্বীপই ওদের নিজস্ব সৃষ্টি। যখন চিন্তা করে দেখি যে আমাদের দ্বীপের চারিদিকের প্রবাল-প্রাচীর, এমন কি এই দ্বীপটা পর্য্যন্ত এই অতি ছোট ছোট প্রাণীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

অন্য সব জলের প্রাণীদের ব্যাপারেও আমি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। তাদের কার্য্যকলাপ ভাল করে লক্ষ্য করব বলে জলের কাছেই ডাঙায় একটা গর্ত্ত করে লোনা জলে সেটাকে ভরে তাদের কয়েকটাকে রেখেছিলাম। আমাদের দূরবীণের বড় কাঁচটা এ সময়ে আমার অশেষ কাজে এসেছিল। তার

ভেতর দিয়ে দেখলে প্রাণীগুলোকে অনেক বড় দেখাত বলে তাদের গতিবিধি ভাল করে লক্ষ্য করতে সুবিধা হত।

এবারে আমরা ঠিক করলাম, দ্বীপটা ভাল করে ঘুরে দেখব। তুটো উদ্দেশ্য—এক, আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন আব কিছু পাওয়া যেতে পারে কিনা, আর তুই, আমাদেব বাড়ীটা এর থেকে ভাল কোন জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায় কি না। যে বাড়ীতে আমরা এখন রয়েছি সেখানে যে কোন অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, তবুও এর থেকে ভাল জায়গা পেলে আব আপত্তি কি ?

জ্যাক বলল, "যাবার আগে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেকতে হবে, কারণ আমরা সমস্ত দ্বীপটা, এমন কি উপত্যকাগুলো পর্য্যন্ত চষে বেড়াব। সুতরাং যাতে অতর্কিত বিপদের হাতে না পড়ি সেদিকে সাবধান হতে হবে। আর তা ছাড়াও, শুধু নাবকেল আব রুটিফল আর কাঁহাতক ভাল লাগে ? নতুন নতুন খাবার মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে না কি ? তাই বলছি, এক কাজ করি এস। তীব ধনুক তৈরী করি, পাখীব মাংস খাব।

'চমৎকার আইডিয়া, সেই বেশ হবে", পিটাবকিন বলে উঠল। "তুমি ধনুক তৈরী করবে, আর আমি তৈরী কবব তীর। সত্যি, পাখীগুলোকে ঢিল মেরে মেবে হয়রাণ হয়ে গেছি। যেদিন এ দ্বীপে এসেছি সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কত ঢিল যে ছুঁড়েছি তার ইয়ত্তা নেই ; কিন্তু একটা ঢিলও যদি ঠিক লেগে থাকে !"

"তুমি ভুল করছ পিটারকিন," আমি বললাম, "কেন, একদিন তো দিব্বি আমার পায়ে ঢিল লাগিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ওঃ, আর সেই ব্যাপার নিয়ে কি চীৎকারটাই তুমি করেছিলে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে তোতা-পাখীটাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়েছিলাম তার থেকে তুমি অন্তত চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলে। বুঝতেই পারছ তাহলে, আমার হাতে কি সাংঘাতিক টিপ!"

"কিন্তু জ্যাক, কাল সকালের মধ্যেই তো আর তিন-তিনটে তীর ধনুক তৈরি হয়ে যাবে না, আবার দেরি করতে হবে! একবার যখন আমরা মনস্থির করে ফেলেছি, আর দেরি করা চলে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, একটা মাত্র তীর-ধনুক তোমার জন্যে তৈরি করে নাও, আমরা দুজনে লাঠি নিয়েই বেরুব।"

"ঠিক বলেছ র‍্যাল্‌ফ্। এমনিতেই যা দেরি হয়ে গেছে, তাতে অন্ধকার হবার আগে একটা তীরধনুকই তৈরি হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।"

তখনো পর্য্যন্ত আমরা প্রায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়তাম, কারণ রাত্রে কোনো কাজ থাকত না। তা ছাড়াও, সারাদিন মাছ ধরা, ভাল করে ঘর বাঁধা, ঝোঁপ কাটা, বনে বনে ঘুরে বেড়ানো—এ সবের জন্য রাত্রি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শুয়ে পড়তাম। এখন আবার রাত্রেও কাজ পড়ায় আমরা আলোর প্রয়োজন অনুভব করলাম।

পিটারকিন বলল, "আচ্ছা, আগুন জ্বেলে কাজ করা চলে না? তাতে তো যথেষ্ট আলো হবে।"

জ্যাক বলল, "যথেষ্ট তো হবেই, কিন্তু এত যথেষ্ট হবে যে আমরা প্রায় সেদ্ধ হয়ে যাব! একথা অনেক আগেই আমার মাথায় এসেছে। এ সব দ্বীপে এক বকম বাদাম পাওয়া যায়, বুনোরা যা জ্বেলে বাতিব কাজ চালায়। তার ব্যবহার আমার জানা আছে।"

"এতক্ষণ সেকথা জানাওনি যে বড়, আচ্ছা দুষ্টু তো তুমি।" পিটারকিন বলে উঠল।

"বলিনি, কারণ এখনো সে গাছ আমার চোখে পড়েনি, আব সে গাছ বা তার ফল দেখলেও চিনতে পাবব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাদের যে বর্ণনার কথা পড়েছিলাম, মনে নেই ঠিক, বাদামগুলো দেখতে ছোট ছোট, আর গাছেব পাতাগুলো সাদা।"

"আরে, বল কি, বল কি। ঠিক এই বকম একটা গাছ তো আমি আজই সকালে দেখেছি!" পিটাবকিন সোৎসাহে বলে উঠল

"তাই নাকি, তাই নাকি! কোথায়?"

"এখান থেকে আধমাইলও হবে না।"

"চল চল, দেখি," বলে জ্যাক কুড়ুলটা তুলে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমবা সেখানে গিযে উপস্থিত হলাম। ভাল কবে অনেকক্ষণ ধরে পবীক্ষা করে জ্যাক বলল, "হ্যাঁ এই গাছই বটে।"

রূপোর মত সাদা গাছের পাতাগুলো চারিদিকের সবুজের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাড়াতাড়ি কতকগুলো ফল পেড়ে পকেটে ভরে ফেললাম। তারপর জ্যাক পিটারকিনকে বলল, "পিটারকিন, এবারে কয়েকটা নারকেলেব পাতা পেড়ে নিয়ে এস।"

একটা নাবকেলেব পাতা থেকে জ্যাক তাব কাঠিটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর আমবা বাড়ী ফিবে গেলাম।

ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে জ্যাক বাদামগুলো একটু সেদ্ধ করে নিল, তারপর খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঙা পেন্সিলটা দিয়ে কোন রকমে সেগুলোর ভেতর দিয়ে একটা ফুটো করে নিয়ে নারকেলের কাঠিটা কয়েকটার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিল। তাবপব ওপরেব বাদামটায় আগুন ধবাতেই চমৎকার আলো হতে লাগল! তাই দেখে পিটারকিনের কি ফুর্ত্তি! নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে, প্রায় পাঁচ মিনিট সে সেই আলোর চাবিদিকে ঘুবতে লাগল।

জ্যাক বলল্ল, "আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্য অস্ত যাবে, সুতবাং দেখছ, মোটেই সময় নেই। চল বেরিয়ে পড়ি, একটা ধনুকের উপযুক্ত ছোট গাছ কেটে আনব। তোমরাও সুবিধেমত বেশ মজবুত দেখে ছুটো লাঠি কেটে নেবে। অন্ধকার হতেই আমাদের কাজ শুরু হবে।" বলে সে কুড়ুলটা কাঁধে তুলে নিল।

প্রয়োজন মত কয়েকটা ডালপালা কেটে নিয়ে আমরা ঘরে

ফিরলাম। আলো জ্বেলে কাজে লেগে গেলাম সবাই।

গাছের ডাল কাটতে কাটতে জ্যাক বলল, "ধনুকটা আমি নিজে ব্যবহার করব। আমার হাতে একসময়ে খুব ভাল তাক ছিল, একটু অভ্যাস করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা কে কি তৈরি করবে ?"

পিটারকিন বলল, "আমি একটা বল্লম তৈরি করব।"

তাকে ঠাট্টা করে জ্যাক বলল, "সাইজই যদি ক্ষমতার মাপকাঠি হত তো বলতাম, ও হাতিয়ার হাতে থাকতে তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না।"

পিটারকিন যে কাঠটা বল্লম তৈরি করবার জন্য এনেছে সেটা পুরো বারো ফুট লম্বা। বেশ শক্ত কাঠটা, আর হাল্কাও খুব। একটা দিক সরু করে নিলেই চমৎকার বল্লম তৈবি হবে।

আমি বললাম, "একটা ছোট্ট ডাল ভেঙে নিয়ে তাতে রবার লাগিয়ে আমি গুলতি তৈরি করব।"

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের হাতিয়ার তৈরির কাজ চলল। নীরবে, অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে আমরা কাজ করে চললাম।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা কাতর কান্নার শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। মনে হল সমুদ্রের দিক থেকেই আসছে শব্দটা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত গেলাম। কান পেতে রইলাম। কিন্তু আবার, আবার সেই কান্না—এবারে যেন আরো স্পষ্ট, আরো করুণ শোনাতে লাগল। চাঁদ উঠেছে, চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় সমস্ত

দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু কোথা থেকে কান্নাটা আসছে কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না।

সভয়ে জ্যাকের কাছে ঘেঁসে গিয়ে পিটারকিন বলল, "ও কিসের শব্দ ?" আমিও জ্যাকের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালাম।

জ্যাক বলল, "এর আগে আরো দু'বার আমিও ও শব্দ শুনেছি, কিন্তু সে এত জোরে নয়, অনেক অস্পষ্ট— এত অস্পষ্ট যে আমার মনে হয়েছিল, এ হয়ত আমার মনেরই ভুল। পাছে তোমরা শুধু শুধু ভয় পাও, তাই তোমাদের জানাই নি।"

আরো অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম, কিন্তু শব্দটা আর শুনতে পাওয়া গেল না। তখন আমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার কাজে লেগে গেলাম।

যেতে যেতে পিটারকিন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "র‍্যাল্‌ফ্‌, তুমি ভূত বিশ্বাস কর ?"

"না,—কিন্তু বলতে কি, এই অদ্ভুত শব্দের কারণ ধরতে না পারায় আমার বেশ একটু অস্বস্তি লাগছে।"

"তোমার কি মনে হয় জ্যাক ?"

"আমি ভূতও বিশ্বাস করি না, এবং এর জন্য অস্বস্তিও বোধ করছি না। আমি নিজে তো কখনো ভূত দেখিই নি, এমন কি, নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন কারুর সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি। যে ব্যাপারকে প্রথমটা অপার্থিব বলে মনে হয়েছে, পরে ভাল করে লক্ষ্য করে যখন তার হেতু নির্ণয়

করতে পেরেছি, দেখেছি, ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ। এক্ষেত্রে যদিও এখনো আমবা এর কারণ জানতে পারিনি, শিগগিরই আমরা তা পারব। আর, এ যদি ভূতই হয় তো আমি একে—"

—'খেয়েই ফেলব!" পিটারকিন বলল।

"হ্যাঁ, খেয়েই ফেলব—আচ্ছা, আমার ধনুক আব তীব দুটো তৈরি হয়ে গেছে। তোমাদেবও কাজ শেষ হয়ে থাকলে বল, এবার শুয়ে পড়ি গিযে।"

পিটারকিনেব বল্লম এতক্ষণে বেশ ছুঁচলো হয়ে এসেছে, তার মাথায় একটা লোহাব পাত বেশ চমৎকার করে লাগিয়ে নিযেছে সে। আমিও ববারেব টুকবোটা সরু করে কেটে নিয়ে একটা ছোট্ট ডালেব সঙ্গে লতা দিযে মজবুত করে বেঁধে বেশ একটা গুলতি তৈরি করেছি। জ্যাকের ধনুকটা প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, তীব দুটোতে সে কি একটা পাখীব পালক লাগিয়েছে। জ্যাক বলল, "তীরে যদি ভাল করে পালক লাগানো থাকে তাহলে আব তাতে লোহার দরকার হয় না, মুখটা ছুঁচলো করে নিলেই বেশ সিধে চলে যায়।"

নিজের নিজের হাতিয়াব নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ অভ্যাস করবাব পর আমবা শুয়ে পড়লাম।

—আট—

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিলাম, সারা দ্বীপটা এবারে ঘুরে দেখতে হবে।

প্রায় আধ মাইল চলবার পর একটা বাঁক পার হয়ে যেখানে উপস্থিত হলাম, সেখান থেকে আমাদের ঘর দেখা যায় না। চারিদিকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা পথ চলেছি, হঠাৎ পিটারকিনের ডাকে ফিরে তাকালাম। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরের একটি জায়গা বল্লমের নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "ওটা কি বলত?" বলেই সে বল্লম উঁচিয়ে এমন ভাবে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঁড়াল, যেন এখনি ও জিনিষটা ওকে আক্রমণ করে বসবে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, একটা চাঁইয়ের ওপরে সাদা মেঘের মত কি যেন একটা, বেশ কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায়! সমুদ্রের ধারে কোথাও হলে আমরা এতটা আশ্চর্য্য হতাম না, সমুদ্রের ঢেউ বলেই ধরে নিতাম। কিন্তু সমুদ্রের তীর থেকে এতটা দূরে এ কি অদ্ভুত দৃশ্য আমরা দেখলাম!

ভাল করে দেখব বলে কাছে গেলাম। জায়গাটা অত্যন্ত অসমান; চারিদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই, আর এখানে ওখানে অসংখ্য গর্ত্ত। সমস্ত জমিটা ভিজে, স্যাঁতসেতে।

এমন সময় হঠাৎ আমাদের খুব কাছে এক জায়গা থেকে বেশ খানিকটা জল মাটি ফুঁড়ে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠে একলাফে পেছিয়ে পড়লাম, কিন্তু ততক্ষণে জ্যাকের আর আমার সর্ব্বশরীর একেবারে ভিজে গিয়েছে।

পিটারকিন আমাদেব থেকে একটু দূরে থাকায় তার গায়ে বিশেষ জল লাগেনি। আমাদের দুরবস্থা দেখে সে হেসেই অস্থির।

"সাবধান সাবধান," চীৎকার করে উঠল সে—"ঐ, ঐ আর একটা!"

তার কথা শেষ হতে না হতেই আবার একটা জলের ফোয়ারা ঠিক আগের মতই আমাদের ভিজিয়ে দিল।

হাসির চোটে পিটারকিনের দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে হাসতে হল না, তার খুব কাছেই একটা শব্দ শুনে চারিদিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে দেখে পিটারকিন বলল, 'এবার যে কোথায় ফুঁড়ে উঠবে কে জানে বাবা!"

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিনেব দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলের স্তম্ভ মাটি ভেদ করে উঠে তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে সজোরে আছড়ে ফেলল। পিটারকিন এত জোরে পড়েছিল যে আমাদের ভয় হল, ওর বুঝি হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা ছোট ঝোপের ওপরে পড়ায় আঘাতটা খুব মারাত্মক হতে পারেনি।

এবার আমাদের হাসবার পালা, কিন্তু দু'কারণে আমরা হাসতে পারিনি। প্রথমতঃ, তখনো আমরা জানিনা সত্যিই ওর বেশী লেগেছে কিনা, আর দ্বিতীয়তঃ, এবারে যে আমাদের অবস্থাই পিটারকিনের মত হবে না, তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? যাই হোক, আমাদের সাহায্যে কোনরকমে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বিমর্ষ স্বরে পিটারকিন বলল, "কি হবে এখন?"

"কি আর হবে? এস, আগুন জ্বেলে জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে নিই," জ্যাক বলল। ঘণ্টাখানেক পরে জামাকাপড় শুকিয়ে নিয়ে এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, এক একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পরেই এই মেঘের সৃষ্টি হয়, তার আগে নয়। আর ছোটখাট ঢেউয়েও হয় না। এর থেকে মনে হয়, তীরের নীচে দিয়ে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগের পথ রয়েছে, যে পথ দিয়ে বড় বড় ঢেউয়ের জলরাশি প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসবার পথে বাধা পেয়ে ঐ গর্তগুলো দিয়ে সজোরে ছিটকে ওঠে। এ ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমাদের মনে ধরল না।

সমুদ্রতীর থেকে চলে আসছি, এমন সময় জ্যাক হঠাৎ বলে উঠল, "ওটা কি র‍্যাল্ফ্, হাঙর নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকের কাছে ছুটে গেলাম। জ্যাকের মত আমিও একটা পাথরের ওপর থেকে সমুদ্রের জলে ঝুঁকে পড়ে

দেখলাম, খুব সবুজ ধরণের কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে! একটু যেন নড়ে উঠল সেটা।

"যাও পিটারকিন, শিগগির তোমার বল্লমটা নিয়ে এস," জ্যাক হুকুম করল।

কিন্তু পিটারকিনের অত লম্বা বল্লমও অতদূর পৌঁছল না। পিটারকিন এ সুযোগ ছাড়ল না, টিটকিরি করে জ্যাককে বলল, "কেন, তুমি তো কেবলই বলে এসেছ, আমার বল্লম বেজায় লম্বা!"

জ্যাক কোন উত্তর কবল না, বল্লমটা পিটারকিনের কাছ থেকে নিয়ে লক্ষ্য স্থিব করে সজোরে ছুঁড়ে মারল। কিন্তু একটু পরেই বল্লমটা ভেসে উঠল, আর সেই অদ্ভুত প্রাণীটাও আগের মত নির্ব্বিকার ভাবে ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

"কি আশ্চর্য্য!" জ্যাক বলল।

সত্যিই আশ্চর্য্য! জ্যাক যেভাবে লক্ষ্য স্থিব করে বল্লমটা ছুঁড়েছিল, তাতে তো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়না!

যাই হোক আমরা সবাই মিলে অনেকবার বল্লম ছুঁড়ে তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই তাব কিছু হলনা; একটু নড়ল না পর্য্যন্ত। হতাশ হয়ে আমবা বাড়ী ফিরলাম, ব্যাপারটা রহস্যময়ই রয়ে গেল।

—নয়—

পরের দিন স্নানাহার সেরে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তখনো এক মাইল পথ অতিক্রম করিনি, হঠাৎ একটা ভীষণ চীৎকার শুনে আমরা চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিটারকিন তার বল্লম বাগিয়ে ধরল। জ্যাকের দিকে ফিরে বলল, "এ আবাব কি শব্দ, জ্যাক? অনিশ্চয়ের ওপর দিয়ে এভাবে আর থাকা যায় না। গত সপ্তাহটা আমাদের শুধু ভয়ের ওপর দিয়েই কেটেছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তো যত তাড়াতাড়ি আমরা এ দ্বীপ ত্যাগ করতে পাবি ততই ভাল।"

পিটারকিনের কথা শেষ হতে না হতেই আবার সেই শব্দ শোনা গেল, এবার যেন আগেব থেকেও জোরে।

"ওই দূরের কোন দ্বীপ থেকেই এ শব্দ আসছে," জ্যাক বলল।

পিটাবকিন বলল, "এ আর দেখতে হবে না, এ নিশ্চয়ই কোন গর্দ্দভেব প্রেতাত্মা। গর্দ্দভ ভিন্ন কোন জন্তু এমন বিকট চীৎকার করে না।"

আমাদের সকলের দৃষ্টি আশেপাশের ছোট ছোট দ্বীপ-গুলো'র ওপর পড়ল। মনে হল, কি যেন কতগুলো অদ্ভুত প্রাণী সব থেকে বড় দ্বীপটায় নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

"সৈন্য, আমি বলছি ওরা সব সৈন্য!" অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকিয়ে পিটারকিন বলে উঠল।

বলতে কি, আমারও পিটারকিনের কথা সত্যি বলেই মনে হল, কারণ এতদূর থেকে ওদের একদল সৈন্যের মতই দেখাচ্ছিল। সবাই একসঙ্গে লাইন করে চৌকো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর মার্চ্চ করছে থেকে থেকে। ওদের পরণে নীল কোট আর সাদা প্যাণ্ট। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার সেই ভয়ঙ্কর চীৎকার জলের ওপর দিয়ে ভেসে এল। পিটারকিন বলল, 'নিশ্চয়ই ঐ সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, ওরা যেন এই দ্বীপের নিরপরাধ বাসিন্দাদের হত্যা করে।"

তার একথা শুনে জ্যাক হেসে উঠল। বলল, "না পিটারকিন, তা নয়। ওরা হল পেঙ্গুইন।"

"পেঙ্গুইন!"

হ্যাঁ পিটারকিন, পেঙ্গুইন,—এক ধরণের বড় সামুদ্রিক পাখী। আজই বাড়ী ফিরে গিয়ে নৌকো তৈরী শুরু করব। তারপর যখন সেই নৌকোয় চড়ে ওদের দ্বীপে যাব, তখন ভাল করে দেখবে।"

"যাঃ চলে, ভূতের ভীষণ চীৎকার, হত্যাকারী সৈন্যের হুঙ্কার, কিনা শেষকালে সামান্য পেঙ্গুইন, সামুদ্রিক পাখীতে পরিণত হল! বহুৎ আচ্ছা, এবার তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ভ্রমণ সাঙ্গ করা যাক, নইলে হয়ত দেখব, সমস্ত দ্বীপটা

ঘুরে ফিরে দেখবার আগেই কখন তা এক স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয়েছে !”

পেঙ্গুইনদের কথা চিন্তা করতে করতে আমরা পথ চলতে লাগলাম। ধীরে ধীরে তাদের কথা আমার মন থেকে মুছে যেতে লাগল, দ্বীপের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করতে করতে অগ্রসর হলাম।

একটা ছোট প্রাণীর পায়ের দাগ দেখে আমরা আশ্চর্য্য হলাম। প্রাণীটা যে কি, কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। পিটারকিনের মতে এ হল কুকুরের পায়ের দাগ, কিন্তু জ্যাক আর আমি ওর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

এর ছু'দিন পরে এই পায়ের দাগ আরো অনেক বেশী আমাদের চোখে পড়ল! সেই পদচিহ্ন লক্ষ্য করে চলতে লাগলাম—দেখতেই হবে জন্তুটা কি, কোথায় থাকে। পিটারকিন বলল, “প্রতিবারের মত এবারও হয়ত দেখব, এ সমস্যার অত্যন্ত সহজ সমাধানই রয়েছে।” অনেক ঝোপ-ঝাপ, গাছপালা ডিঙিয়ে সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চললাম। হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়তেই একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা কালো প্রাণী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

“বন-বেড়াল!” বলেই জ্যাক তার ধনুকে তীর জুড়ল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ছুঁড়তে গিয়ে তীরটা তার গায়ে না লেগে তার থেকে আধফুটটাক দূরে মাটির ওপরে গিঁথে পড়ল। কিন্তু

আশ্চর্য্য, বন-বেড়ালটা কোথায় ছুটে পালাবে তা নয়, আস্তে আস্তে তীরটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটা শুঁকতে লাগল।

"এমন আজব বন-বেড়াল তো কখনো দেখিনি!" জ্যাক বলল।

"এ বোধহয় কাদের পোষা বন-বেড়াল।" বলে পিটারকিন তার বল্লমটা উঁচিয়ে ধরল।

"থামো!" তার কাঁধে হাত দিয়ে আমি বললাম। "আহা, বন-বেড়ালটা বোধহয় অন্ধ। দেখছনা, চলতে চলতে গাছে ধাক্কা খাচ্ছে। বোধহয় অনেক বয়স হয়েছে ওর।" বলে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"পেন্সন-পাওয়া বন-বেড়াল? এও শুনতে হল শেষ পর্য্যন্ত!" হাসি চাপতে চাপতে পিটারকিন বলল।

কাছে গিয়ে দেখলাম, শুধু যে অন্ধ বা প্রায়-অন্ধ তাই নয়, বন-বেড়ালটা কানেও ভাল শুনতে পায় না। খুব কাছে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পায়ের শব্দও টের পেল না একটুও। আরো কাছে যেতেই হঠাৎ একলাফে ঘুরে দাঁড়াল! ল্যাজ আর পেছনের পা'টা ওপর দিকে তুলে, কর্কশ শব্দ করে, কালো কালো লোমগুলো খাড়া করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

"আহা, বেচারা!" বলে পিটারকিন সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেল—"পুসি, পুসি, আয়, চু, চু, চু!"

পিটারকিনের কথা শোনামাত্র বন-বেড়ালটার সমস্ত ক্রোধ জল হয়ে গেল। ব্যাগ্রভাবে পিটারকিনের দিকে এগিয়ে

গিয়ে সানন্দে তার আদর গ্রহণ করল। তার পায়ে কান ঘসতে ঘসতে অসীম আনন্দে ডেকে ডেকে উঠতে লাগল।

"এ যদি বন-বেড়াল হয় তাহলে আমিও তাই। দেখতো, কেমন পোষা! পুসি, পুসি!"—বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে পিটারকিন বলল।

বেড়ালটার আনন্দপ্রকাশের অদ্ভুত ভঙ্গী দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। পিটারকিনকে ও যেন পেয়ে বসেছে। তার গায়ে মাথা ঘসে, তার মুখ চাটতে চাটতে, তাকে ঠেলে, গুঁতিয়ে, কতরকম ভাবে যে আদর করতে লাগল তাব ঠিক নেই। ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, ও বোধহয় আগেও মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। বহু বছর আগে হয়ত কোন মানুষ ওকে এই দ্বীপে ফেলে গিয়েছে, তাই এতদিন পরে এই নির্জ্জন দ্বীপে আবাব মানুষের সান্নিধ্যে এসে ও যে কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা।

বেড়ালটাকে ঘিরে আমবা তাব সম্বন্ধে কথা বলছি, এমন সময় জ্যাক মুখ ফিরিয়ে চারদিকটা দেখে নিল—"আরে, এখানটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, গাছপালা কম! নিশ্চয়ই কেউ জঙ্গল কেটেছে! গাছের গুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ!"

সত্যিই তাই, গাছের গুড়িগুলো দেখলে আর জ্যাকের কথায় কোন সন্দেহ কবা চলে না। যেভাবে সব আগাছায় ছেয়ে গেছে তাতে মনে হয়, বহু বছর ধরেই এ জায়গাটা এভাবে পড়ে রয়েছে। মানুষের পদচিহ্ন কোথাও পাওয়া

গেল না বটে, কিন্তু বেড়ালটার পায়ের দাগ অজস্র দেখা গেল। আমরা সেই দাগই অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম। পিটারকিন কোল থেকে বেড়ালটাকে নামিয়ে দিল, কিন্তু বেড়ালটা এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে তার করুণ মিউ মিউ ডাক শুনে পিটারকিন আবার তাকে কোলে তুলে নিল। কিছুদূর যেতে না যেতেই বেড়ালটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ক্রমেই জায়গাটা আরো ফাকা হয়ে যেতে লাগল, কাটা গাছের সংখ্যাও বেড়ে উঠল ক্রমশঃ। কতকটা যেতে পায়ের দাগগুলো ডাইনে বাঁক নিয়ে একটা ছোট নদীর তীর বরাবর আমাদের নিয়ে চলল। আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় কতকগুলো কাঠ পাথর জড়ো করা রয়েছে দেখলাম। বুঝলাম, কোনকালে এখানে একটা সেতুর অস্তিত্ব ছিল। আশায় ভর করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা পথ চলতে লাগলাম। আরো কয়েক গজ অগ্রসর হয়ে কতকগুলো বড় গাছপাতার অন্তরালে একটা ভাঙা কুটীর দেখা গেল। এই দৃশ্য দেখে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা, কথায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কারুর মুখে কথা নেই। সেই নির্জ্জনতা আমাদের মধ্যে যে বিষণ্ণ ভাব বহন করে এনেছিল, তাতে আমরা অভিভূত হয়ে রইলাম। চপল পিটারকিন পর্য্যন্ত যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছে।

কুটীরটা ছোট, অত্যন্ত সাধারণ গোছের। লম্বায় বারো

ফুট, চওড়ায় প্রায় দশ ফুট আর উচ্চতায় সাত-আট ফুটের বেশী হবে না। ধ্বংসের হাত থেকে কোন রকমে নিজেকে খাড়া করে রেখেছে। সাহস করে ঘরে প্রবেশ করবার আগে আলোচনা করে দেখলাম, প্রবেশ করা উচিত হবে কিনা। শেষপর্য্যন্ত যখন প্রবেশ করাই সাব্যস্ত হল, দুরু-দুরু বুকে ভেতরে ঢুকলাম। একটা কাঠের টুল আর মরচে-ধরা একটা লোহার পাত্র ছাড়া আসবাব বলতে কিছুই নেই। ঘরের দূরতম কোণে একটা নীচু খাটিয়ার ওপরে ধূলোয় ভরা দুটো কঙ্কাল রয়েছে! ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম, বড় কঙ্কালটা মানুষের, অপর কঙ্কালটা একটা কুকুরের! কুকুরের কঙ্কালের মাথাটা মানুষের কঙ্কালেব বুকের ওপরে শোয়ানো বয়েছে।

এই মর্ম্মান্তিক পরিণতি দেখে আমরা অতি কষ্টে চোখের জল সামলে নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। তাবপর আমরা ঘরেব চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলাম, যদি এদের নাম-ধাম, ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কোনো সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না,—একটা বই, বা একটুকরো কাগজ পর্য্যন্ত না। একধারে একরাশ জঞ্জালের মধ্যে শুধু ছিল জামাকাপড়ের মত কি সব, আর ছিল একটা পুরোনো কুড়ুল।

এতক্ষণে আমরা বুঝলাম, জঙ্গলে কুড়ুলের আঘাতের চিহ্নের কারণ কি! মানুষের অস্তিত্বের আরো যে সব লক্ষণ

ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়েছিল, তারও রহস্য দূর হয়ে গেল। এই নির্জ্জন দ্বীপে আমাদের পরিণতিও যে এ-রকম হবে না, তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? একমাত্র আশা, যদি কোন জাহাজ বা নৌকো আমাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে আসে। একথা চিন্তা করে মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল। আচ্ছা, লোকটা কেন এ-দ্বীপে এসেছিল? আমার মনে হয়, জাহাজডুবির ফলে ও এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কেবল ও তার কুকুর আর বেড়ালকে নিয়ে কোনমতে এখানে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু জ্যাকের তা মনে হয় না। সে আন্দাজ করল, কুকুর আর বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে ও জাহাজ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। কুকুরটার প্রভুভক্তির কথা চিন্তা করে বিস্মিত হলাম। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার প্রভুর সান্নিধ্য ত্যাগ করেনি; প্রভুর মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহে মাথা রেখে নিজেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

হঠাৎ পিটারকিনের উচ্ছ্বাসে আমাদের সম্বিৎ ফিরে এল—"দেখ দেখ, জ্যাক, একটা কাজের জিনিষ পেয়েছি।"

"কি জিনিষ?"

একরাশ নোংরা ভাঙা কাঠের টুকরো থেকে পিটারকিন একটা বহু পুরোনো পিস্তল টেনে বের করে দেখাল।

"হ্যাঁ, কাজের জিনিষ হত হয়ত, যদি মশলার সন্ধান পেতাম। এর থেকে বরং আমাদের ধনুক আর গুলতি অনেক বেশী কাজে আসবে।" জ্যাক বলল।

"হ্যাঁ, তা বটে। যাই হোক, সঙ্গে নিতে আর দোষ কি ?"

প্রায় ঘণ্টাখানেক এখানে কাটিয়েও যখন উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না, তখন আমরা ঠিক করলাম, এবারে ফেরার পথ ধরব। ঘুমন্ত বেড়ালটাকে পিটারকিন তুলে নিল।

ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ জ্যাক এত জোরে চৌকাঠে হোঁচট খেল যে সমস্ত কুটীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। এ দেখে আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জ্যাক কুড়ুল দিয়ে খুঁটিগুলোতে কয়েকটা কোপ মারতেই সমস্ত কুটীরটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। হতভাগ্য মৃত লোকটি ও তার কুকুরের কঙ্কাল এভাবে সমাধিস্থ করে পিস্তল আর পুরোনো কুড়ুলটা সঙ্গে নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম।

—দশ—

এর পরে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। সমুদ্রের তীব ধরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখি, একটা ছোট কাঁকড়ার শক্ত পিঠটা হঠাৎ খুলে গেল, আর খানিকটা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে এল সেই ফাঁক থেকে। অদ্ভুতভাবে নড়ে বেড়াতে লাগল মাংসপিণ্ডটা। একটু একটু কবে বড় হতে লাগল সেটা, কয়েক মিনিটেব মধ্যেই দেখা গেল, মাংসপিণ্ডটা থেকে কয়েকটা কাঁকড়াব পা বেরিয়ে আসছে। একটু পরেই বাকী শরীরটাও সেই মাংসপিণ্ড থেকে বেবিয়ে এসে বেশ হেঁটে বেড়াতে লাগল, আব খোসাটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে বইল। হঠাৎ দেখলে মনে হয, একটা কাঁকড়া যেন দুটো হয়ে গিয়েছে।

অবাক বিস্ময়ে পিটাবকিন বলল, “কোন মানুষ তার ছাল থেকে বেরিয়ে এসে হাওয়া খেতে বসেছে, এমন উদ্ভট কথা পর্য্যন্ত শুনেছি, কিন্তু কোন কাঁকড়ার পক্ষে যে সত্যিসত্যিই এমন কাণ্ড সম্ভব, এ কখনো মনেও ভাবতে পারিনি!”

আমরা সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য হলাম যখন দেখলাম, পুরোনো কাঁকড়ার থেকে নতুন কাঁকড়াটা অনেক বড় সাইজের।

নতুন কাঁকড়াটা তখনো খুব নরম, তুলতুলে। পরের

দিন ও কেমন দেখতে হবে লক্ষ্য করবার জন্য আমরা ওর চারিদিকের বেশ খানিকটা জায়গা পাথর দিয়ে ঘিরে উঁচু করে দিলাম। তারপর বালি খুঁড়ে ওর জন্য একটা ছোট গর্তও তৈরি করে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি, তার পিঠটা বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, কাঁকড়াদের পিঠের খোসা কখনো বড় হয় না বলে বড় হতে হলে এভাবেই ওদের বড় হতে হয়।

ওখান থেকে চলে আসতে আসতে পিটারকিন বলল, "আবার সেই একঘেয়ে নৌকো তৈরি করা! এ রোজ রোজ ভাল লাগে না বাপু। আজ একটা নতুন কিছু কবা যাক।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আচ্ছা, সেই দুষ্টু ফোয়াবাগুলোর কাছে যে অদ্ভুত হাঙরের মত জিনিষটা দেখেছিলাম, চল না দেখি, আসল ব্যাপারটা কি?" আমি বললাম।

"ওঃ, আমি জানি সেটা কি ব্যাপার!" পিটারকিন বলে উঠল।

"কি বলত?"

"নিশ্চয়ই সে এক অদ্ভুত ব্যাপার," হাতি মুখ নেড়ে পিটারকিন বলল। তারপর উঠে পড়ে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

"চল তাহলে, সেখানেই যাওয়া যাক। পিটারকিন, র‍্যাল্‌ফ্, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও!" জ্যাক হুকুম করল।

আগেকার সেই পাথরেব ওপর থেকে হেঁট হয়ে তাকিয়ে

দেখলাম, ফিকে সবুজ রঙের বস্তুটি ঠিক আঁগের মতই ধীবে ধীরে ল্যাজ নাড়ছে।

"কি আশ্চর্য্য!" জ্যাক বলল।

"অত্যন্ত বিস্ময়কর!" আমি বললাম।

"সব কিছুকে হাবিযে দেয!" পিটাবকিন বলল। তাবপর জ্যাককে উদ্দেশ্য কবে বলল, "তোমাব যে কিরকম টিপ তাব প্রমাণ আগেই পাওযা গিয়েছে। এবারে আমাকে দাও দেখি। ওব যদি হৃৎপিণ্ড বলে কিছু থাকে, আজ আমি তা ভেদ কববই কবব। আব যদি হৃৎপিণ্ড বলে কিছু না থাকে তো যেখানে তা থাকা উচিত ছিল, আমাব বল্লম ঠিক সেখানে আঘাত কববে।"

"বেশ তো, চেষ্টা কর না," জ্যাক হেসে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে বল্লমটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধবে ভাল কবে তাক করে পিটাবকিন সজোবে ছুঁড়ে দিল। সেই অদ্ভুত জিনিষটাব ঠিক মধ্যে দিযে বেশ কিছুদূব পর্য্যন্ত গিযে বল্লমটা জলের ওপবে ভেসে উঠল।

পিটারকিন গম্ভীরভাবে বলল, "ও দানবের হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই। ওর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধই রইল না।"

"এতক্ষণে আমি নিশ্চিত জানলাম, ফসফরাসের আলো ভিন্ন ও আব কিছুই নয়।" জ্যাক বলল।

শুনে আমি বললাম, "বেশ তো, তাই যদি হবে তাহলে তো আমবা ডুব দিয়ে দেখতে পাবি, ব্যাপারটা কি?"

'হ্যাঁ, সেই ভাল। কিন্তু র‍্যাল্‌ফ্‌, তোমার থেকে আমি অনেক ভাল ডুবুরি; সুতরাং এ অভিযানে আমিই যাব।" বলেই জ্যাক জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

জ্যাক ঝাঁপিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হল, তার আড়ালে আমরা কিছুক্ষণের জন্য তাকে দেখতে পেলাম না। তারপরে জলটা স্থির হতে দেখা গেল, সেই অদ্ভুত জিনিষটার ভেতব দিয়ে জ্যাক সাঁতরে চলেছে। হঠাৎ সে দৃষ্টিব অগোচব হয়ে গেল। মিনিটখানেক ধবে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু তবু সে ভেসে উঠল না। দু'মিনিট কেটে গেল! এক অজানা আতঙ্কে আমার সর্ব্বশবীর কেঁপে উঠল। জ্যাক তো কখনও খুব বেশী হলেও একসঙ্গে এক মিনিটের বেশী জলেব নীচে থাকে না।

ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "পিটারকিন, নিশ্চয়ই জ্যাকের কিছু হয়েছে। তিন মিনিটেরও বেশী হয়ে গেল।"

ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে পিটারকিন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "হায় হায়, জ্যাক তুমি কোথায় গেলে?—র‍্যাল্‌ফ্‌, ও নিশ্চয় হাঙর, জ্যাককে খেয়ে ফেলেছে।"

এর পরের পাঁচ মিনিট যে কিভাবে কেটেছে, তা আমি জানিনা। হঠাৎ পিটারকিনের কথায় আমার চমক ভাঙল। পাগলের মত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার ঘাড়ে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল, "র‍্যাল্‌ফ্‌, র‍্যাল্‌ফ্‌, জ্যাক বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে! তুমি যাও, দেখ ওকে সাহায্য করতে পার কিনা।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। জলে ঝাঁপ কাটবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময়ে জ্যাকের মাথা ভেসে উঠল জলেব উপবে! জ্যাক অদৃশ্য হয়ে যেতে আমরা যেমন আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, ওকে এভাবে নির্ব্বিবাদে ফিরে আসতে দেখেও আমরা তাব থেকে কিছু কম আশ্চর্য্য হলাম না। মানুষ যে একসঙ্গে পূবো দশ মিনিট জলেব তলায় থাকতে পাবে না, এ আমি নিশ্চিত জানতাম। জ্যাকের এই হঠাৎ ফিবে আসাটা সেজন্য আমি খুব সহজ ভাবে গ্রহণ কবতে পাবলাম না। তাই হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নেবাব সময়ে এই ব্যাপাবের অপার্থিবতায় আমাব কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পিটারকিনেব কিন্তু এসব চিন্তার বালাই ছিল না, জ্যাক ডাঙায় উঠতেই সে দুহাতে তাব গলা জড়িয়ে ধবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—"জ্যাক, জ্যাক, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, কি কবছিলে এতক্ষণ?"

উচ্ছ্বাসেব প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে জ্যাক তাব কাহিনী শুরু করল।

"সবুজ জিনিষটা হাঙব-টাঙব কিছু নয় পাহাড়েব একটা গুহা থেকে বেবিয়ে আসা একছিটে আলো। জলে ঝাঁপিয়ে পড়াব পবমুহূর্ত্তেই বুঝতে পাবলাম, আমবা এখন যেখানে বসে আছি, আলোটা তাব নীচে থেকে আসছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিতেই দেখা গেল, ভেতরটা আলোয উজ্জ্বল হয়ে আছে। একটু ইতস্ততঃ করে সেদিকে অগ্রসর হলাম।

এ-সব বলতে অবশ্য অনেক সময় লাগছে, কিন্তু সবই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটেছিল এবং আমি জানতাম, তখনো আমার যা দম আছে তাতে সহজেই ফিরে আসতে পারব। একটু অস্বস্তি বোধ করতে ঠিক করলাম, এবারে ফিরে আসি। ওপর দিকে তাকাতেই দেখি, ঠিক মাথার ওপরেই একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরদিকে ফুঁড়ে উঠতেই আমার মাথা জলের ওপরে ভেসে উঠল। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, আবার পুরো দম নিয়ে ফিরে যেতে পাবব। কিন্তু তখনি আবাব মনে হল, যদি ফেরাব পথ না চিনতে পারি! কিন্তু নীচের দিকে তাকাতেই আমার সব আশঙ্কা দূব হয়ে গেল, দেখলাম, যে সবুজ আলোটা দেখে আমরা এত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম এ সেই আলো, তফাতের মধ্যে এই, এখন তা অনেক স্পষ্ট, অনেক বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

"চারিদিক এত অন্ধকার যে প্রথমটা কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ক্রমে অন্ধকার একটু ধাতস্থ হতে বুঝতে পারলাম, আমি এক বিরাট গুহার মধ্যে রয়েছি। গুহার দুদিকের দেওয়ালের কিছুটা অংশ আমার দৃষ্টিগোচর হল, মাথার ওপরের ছাদটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশঃ। কি যেন কতকগুলো উজ্জ্বল বস্তু সেখানে রয়েছে। গুহার অপর দিকটা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অসীম বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মনে হল, তাইত, তোমরা হয়ত মনে করছ, আমি

ডুবে গেছি! তখন আমি আবার তাড়াতাড়ি সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ফিরে এলাম।"

জ্যাকের কাহিনী শেষ হল। এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে প্রথমটা আমি ঠিক বিশ্বাসই করতে পারিনি, কিন্তু নিজে ডুব দিয়ে সেখানে যাবার পর আর তার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না। তারপর জ্যাকের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম। হঠাৎ পিটারকিনের দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখলাম, মুখটা কাঁচুমাচু কবে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপাব কি, পিটারকিন?"

"ব্যাপাব আর কি? তোমবা ত মজাসে জলপরীদেব মত কত অদ্ভুত গল্প করলে,—আমার তো উপায় নেই, আমাকে শুধু তোমাদের মুখে শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ কিন্তু ভাই ভারি অন্যায়!"

"সত্যি পিটারকিন, তোমাব জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু কি আব করি বল? তুমি যদি ঝাঁপ দেওয়া শিখতে পাবতে—"

"তার চেয়ে বল না কেন, 'উড়তে শিখতে'?" নীরস গলায পিটারকিন বলে উঠল।

আমি বললাম, "তুমি যদি বেশী হাত-পা না ছুঁড়ে শুধু চুপচাপ থাক, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি।"

কিন্তু পিটারকিন কিছুতেই তাতে রাজি হল না।

—এগারো—

এর পরের কয়েকটা দিন জ্যাক নৌকো তৈরির কাজে তন্ময় হয়ে রইল। আমাদের যন্ত্রপাতি বলতে কেবল একটা কুড়ুল, একটা লোহার টুকরো, একটা বড় ছুঁচ, আর একটা ভাঙা ছুরি। মাত্র এর সাহায্যে নৌকো তৈরী করা যে কত কঠিন, সে যারা নৌকো তৈরি করে তারাই জানে। কিন্তু এতেও জ্যাক দমে যায়নি। একবার কোন বিষয়ে মন স্থির করবার পর কোন বিঘ্নই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে না।

পিটারকিন আর আমি অবশ্য সাধ্যমত তাকে সাহায্য করেছি, কিন্তু আমাদের সাহায্যে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তাই আমরা দুজনে মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতাম, হৈ হৈ করতাম।

একদিন আমি আর পিটারকিন বসে গল্প করছি, এমন সময় জ্যাক কুড়ুল কাঁধে এসে বলল, "ব্যস, নৌকো তৈরি শেষ। এখন শুধু দুটো দাঁড় তৈরি করে নিলেই হয়।"

শুনে তো আমাদের মহা ফুর্তি! পিটারকিন বলল, "এবার তো তাহলে পাল লাগিয়ে দিলেই হয়। কাল হবে না জ্যাক?"

"না, পাল তৈরি কালই হয়ে উঠবে না, তবে নৌকোয় চড়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারব বৈকি। যেমন করে হোক দাঁড় দুটো আজ রাত্রের মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে হবে।"

"বেশ, বেশ," বলে পিটারকিন বেড়ালটার পিঠ চাপড়ে দিল। বেড়ালটা 'মিয়াঁও' বলে সমর্থন করল তাকে। পিটারকিন বলল, "আমিও যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব।"

অনেকক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জ্যাক আর আমি যখন চারটে মজবুত দাঁড় তৈরি করে কুটীরের পথ ধরলাম, তখনো সূর্য্য অস্ত যায়নি। কুটীরের কাছে আসতেই হঠাৎ যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। দুজনেই চমকে উঠলাম। পিটারকিন অবশ্য অজস্র কথা বলে, কিন্তু নিজের মনে তো কখনো তাকে কথা বলতে শুনিনি! কান পেতে রইলাম। মনে হল যেন দুজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছে। জ্যাকের ইসারায় নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেছি। যে কাঠটাকে আমরা টেবলের কাজে ব্যবহার করতাম, কালো বেড়ালটা গম্ভীর মুখ করে তার ওপরে বসে আছে, আর সেই টেবলের দুদিকে দু' পা বাড়িয়ে দিয়ে তার মুখোমুখি বসে আছে পিটারকিন। গভীর মনোযোগ দিয়ে পিটারকিন বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে, বেড়ালটার সঙ্গে তার নাকের দূরত্ব চার ইঞ্চির বেশী হবে না। ঘাড়টা একটু হেলিয়ে পিটারকিন বলল, "পুসি, আমি তোমায় ভালবাসি।"

কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল, পিটারকিন বোধহয় উত্তরের অপেক্ষা করল। কিন্তু বেড়ালটা কোন উত্তর দিল না।

"শুনতে পাচ্ছনা ?" গলার স্বর চড়িয়ে পিটারকিন আবার বলল, "আমি তোমায় ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস না, পুসি ?"

এই কাতর অনুনয়ে বেড়ালটা শুধু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'মিউ' !

"বেশ,' বেশ। তুমি একটি পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। সঙ্গে-সঙ্গে একথা বললেই তো চুকে যেত !" বলে পিটারকিন মুখ বাড়িয়ে বেড়ালটার নাকে চুমু খেল।

পিটারকিন বলে চলল, "হ্যাঁ, সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি। তা নাহলে কি আব বলতাম ভেবেছ, দুষ্টু ! তোমাকে না ভালবেসে কি আর করি বল ? আমাকে যে তোমার সেবা করতে হয়, তোমার সুখ-সুবিধে দেখতে হয়, লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে তুমি না মরে যাও—"

"মিউ, মি-য়া-ও !" বেড়ালটা উত্তর দিল।

"বেশ, ঠিক বলেছ। কিন্তু এভাবে বাধা দেওয়াব তোমাব কোন অধিকার নেই। যতক্ষণ না আমি কথা শেষ করি, চুপ করে থাকবে। হ্যাঁ,—আর কেন তোমায় 'ভালবাসি ? প্রথমবাব আমাকে দেখেই তুমি কাছে এসেছ, ভয় পাওনি, বন্ধুর ভাব দেখিয়েছ—তাই, যদিও তখনো তুমি জানো না আমি তোমাকে মেরে ফেলব কিনা। বেশ সাহসের কাজ করেছ, আমি ভারি খুসি হয়েছি। তাই আমি তোমাকে ভালবাসি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বেড়ালটা যেমন ছিল তেমনই রইল বসে। পিটারকিন তার পায়ের নখের দিকে

চোখ নামিয়ে কি ভাবল, তারপর আবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা বেড়াল, তুমি কি ভাবছ বলত ? কথা বলবে না ? আচ্ছা তুমিই বল, জ্যাক আর র‍্যাল্‌ফের এই শয়তানির কোন মানে হয় ? কেন বলত ওরা আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছে ? কখন খাবার সময় হয়ে গেছে !"

শুনে বেড়ালটা উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা ডন দিয়ে, ছোট্ট করে হাই তুলে পিটারকিনেব কাছে গিয়ে তার নাক চেটে দিল।

"বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। সত্যিই দেখছি তুমি আমাব কথা বুঝতে পার।" বলে সে একটা বিশেষ মুখভঙ্গী কবে মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে বেড়ালের দিকে তাকাল।

আর থাকতে না পেরে জ্যাক এত জোরে হেসে উঠল যে বেড়ালটা একবাব তার দিকে ফিরেই ছুটে পালিয়ে গেল।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে পিটারকিন বলল, "উঃ, এমন করে ভয় পাইয়ে দিতে আছে ?"

"কি করব, খাবার সময় হয়ে গেল যে ! তোমাকে আর তোমার পুসিকে আর কতক্ষণ না খাইয়ে রাখব বল ?"

পিটারকিন ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও বুঝলাম, এ অবস্থায় আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েছে। যাই হোক, এ প্রসঙ্গ তুলে ওকে আর লজ্জায় ফেললাম না।

—বারো—

পরদিনই আমরা আমাদেব নৌকোয় কবে পেঙ্গুইন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রবাল-প্রাচীরের ওপরে লাফিয়ে পড়া বড় বড় ঢেউগুলো থেকে অতি কষ্টে নৌকো বাঁচিয়ে অগ্রসর হলাম। কিন্তু যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও নৌকোয় অনেক জল উঠে গেল। যাই হোক, কোন বকমে সেই ভয়াল তরঙ্গশ্রেণী অতিক্রম করবার পব থেকে আর কোন অসুবিধা হয় নি, সমুদ্র তার উদ্দামতা ত্যাগ কবে শান্ত রূপ ধারণ কবেছে। সাগর-দোলায় দুলতে দুলতে আমাদেব নৌকো ধীবে ধীরে অগ্রসব হতে লাগল।

আমবা যে ভাবে চলেছি, এতে পেঙ্গুইনদের দ্বীপ প্রায় কুড়ি মাইলের পথ। আমাদের দ্বীপেব পাশ কেটে কেটে কিছুদূব গিয়ে তাবপব যদি প্রবাল-প্রাচীব অতিক্রম করতাম তাহলে অবশ্য দূরত্ব অনেকটা কম হত, কিন্তু সে আমবা পছন্দ কবলাম না। এ্যাড্‌ভেঞ্চাবে বেবিয়েও যদি বিপদকে তুচ্ছ না করব, তবে আব আনন্দ কোথায়? অতল সমুদ্রেব বুকে যখন আবার পাড়ি দেবার সুযোগ পেয়েছি, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ভাল করেই কবব।

'হাওয়া থাকলে বেশ হত।" জ্যাক বলল।

"সত্যি, যা বলেছ," বলে দাঁড়টা নামিয়ে রেখে পিটারকিন

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বলল, "দাঁড় টানা বড় কষ্টকর। দু'একশো সামুদ্রিক পাখীকে ধরে যদি বড় দড়ি দিয়ে নৌকোব সঙ্গে বেঁধে ইচ্ছামত চালাতে পারতাম তো চমৎকার হত।"

"কিংবা একটা হাঙরের ল্যাজে ফুটো করে যদি তাতে একটা দড়ি বেঁধে নৌকোব সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যেত,—কি বল? কিন্তু সে কথা যাক—দেখ আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হতে চলেছে, বাতাস আসছে। দাঁড তুলে নাও পিটারকিন! ব্যাল্ফ্, মাস্তুল তোলো, পাল আমি খাঁটাব। হালেব দিকে লক্ষ্য রাখো, ঝড উঠতে পাবে।" জ্যাক বলল।

জ্যাকেব কথা শেষ হতে না হতেই একটা ঘন নীল বেখা দিগন্তে ফুটে উঠল, আর দেখতে না দেখতেই সমুদ্রের বুকে সফেন তবঙ্গেব সৃষ্টি করে ঝড়েব প্রবল ঝাপটা নৌকোব ওপরে এসে পডল। সেদিকে পেছন করে প্রথম ঝাপটাটা কোনমতে সামলে নিলাম। কিছুক্ষণেব মধ্যেই ঝড়েব বেগ অনেক কমে গেল, আব আমরাও পাল তুলে মহা আনন্দে গন্তব্যপথের দিকে অগ্রসব হলাম। কিছুদূর যাবার পব বাতাস কমে যেতে আবার আমরা দাড ধবলাম। পেঙ্গুইন দ্বীপ এখান থেকে আর মাত্র এক মাইল।

পেঙ্গুইন দ্বীপ দৃষ্টিপথে পডতেই পিটাবকিন চীৎকার কবে উঠল, "ঐ সেই সৈনিকেব দল। দেখছ, সাদা পোষাকে ওদের কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! কিন্তু ওরা আমাদের কি মনে করবে, জ্যাক,—বন্ধুভাবে নেবে তো?"

"কথা বোল না পিটারকিন, বেয়ে চল। ওখানে গেলেই দেখতে পাবে।"

দ্বীপের কাছাকাছি যেতে পেঙ্গুইনদের অদ্ভুত চালচলন দেখে আমাদের হাসি পেল। ওদের সকলকে ঠিক একজাতের বলে মনে হল না; কারো মাথায় পাগড়ির মতন রয়েছে, কারো মাথা সাধারণ পাখীর মত। কয়েকটার আকৃতি সাধারণ হাঁসের চেয়ে বড় হবে না, কয়েকটা আবার প্রায় রাজহাঁসের মত বড়। একটা প্রকাণ্ড এ্যাল্‌বাট্রস পেঙ্গুইনদের মাথার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে অগুন্‌তি সী-গাল্‌। দাঁড় তুলে রেখে ওদের লক্ষ্য করতে লাগলাম, ওরাও তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমাদের দিকে। এতক্ষণে বুঝলাম, ওদের সৈনিকের মত দেখায় কেন। ওদেব পা ছোট ছোট, তার ওপরে ভব করে একেবারে সিধা, শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বলেই দূব থেকে ওদের মনে হয় সৈন্য। ওদেব মাথা সাধাবণতঃ কালো রঙের, লম্বা ছুঁচলো ঠোঁট, বুক সাদা, আব পিঠ নীলচে। ওদের ডানা অত্যন্ত ছোট—এত ছোট, যে ডানা না বলে বরং মাছের পাখনা বললেই ঠিক বলা হবে। জলে সাঁতার দেওয়ার সময়ে ওরা ডানা দুটো মাছের পাখনার মতই ব্যবহার করে। ওদের ছোট ছোট পা দুটো শরীবের এত পেছনে যে, দাঁড়াতে গেলে ওদের একেবারে সিধা হয়ে দাঁড়াতে হয়। পাখীগুলো সমস্বরে ভীষণ চীৎকার করছিল। তাকাতে তাকাতে মনে হল, ওদের মধ্যে যেন কয়েকটা চতুষ্পদ প্রাণীও রয়েছে।

"দাঁড়াও তো দেখি, এগুলো কি পাখী! এরাও নিশ্চয় চীৎকার করতে খুব ভালবাসে, নইলে ওদের সঙ্গে বনবে কেন?" —পিটারকিন বলল।

অবাক হয়ে দেখলাম, ওগুলোও পেঙ্গুইন, দু'পা আর দু'ডানায় ভর করে চতুষ্পদের মতই হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটা মস্ত বড় বুড়ো পেঙ্গুইন জলের ধারে একটা পাথরের ওপরে বসে ছিল, হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। তারপর কেন জানিনা অত্যন্ত ভয় পেয়ে ঝুপ্ করে সোজা সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। একটু পরেই আবার ভেসে উঠল, তারপর আবার ডুব। কিছুক্ষণ পরে এত বেগে জলের ওপরে ফুঁড়ে উঠল যে জল থেকেও অনেকটা উঁচুতে উঠে আবার ঝুপ্ করে জলে পড়ে একেবারে তলিয়ে গেল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনো দেখিনি। মাছের পক্ষে এরকম লম্ফঝম্প হয়ত সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কোন পাখী যে জলে এমন কসরৎ দেখাতে পারে, এ আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

একটা পেঙ্গুইনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তার ল্যাজের তলায় কি যেন রয়েছে! ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম, ল্যাজের নীচে একটা ডিম নিয়ে অতি সন্তর্পণে পাখীটা সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে চলেছে। আরও কয়েকটা পেঙ্গুইনকে এই অবস্থায় দেখা গেল। পরে জানতে পেরেছিলাম এ এক ধরণের পেঙ্গুইন, এরা এভাবেই এদের ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এদের ল্যাজ আর পায়ের মাঝামাঝি জায়গায় এভাবে ডিম বয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী একটা গর্ত্ত মতন আছে। পেঙ্গুইনদেব মধ্যে বেশ শৃঙ্খলা আছে দেখলাম। প্রত্যেকের জন্য খানিকটা করে জায়গা বয়েছে ভাগ কবা, তাবা সেখানে পায়চাবি করে। ওদেব বাচ্চাদের খাওযাবাব ধবণও ভারি মজার।

"দেখ দেখ বুড়ী পেঙ্গুইনটা কি শযতান, দিযেছে বাচ্চাটাকে জলে ফেলে! উঃ, মা হয়ে কি কবে এত নিষ্ঠুব হয!" রুদ্ধস্বরে পিটারকিন বলল।

ব্যাপাবটা দেখে অবশ্য সত্যিই তাই মনে হয়। বুড়ী যত তাব বাচ্চাকে জলে নামতে ইসাবা করছে, ততই সে বেঁকে বসছে। তখন বুড়ীটা আস্তে আস্তে তাব পেছনে গিযে খুব আস্তে ঠেলতে ঠেলতে তাকে জলের কাছে নিয়ে গেল, তাবপবে হঠাৎ এক আচমকা ধাক্কা দিযে তাকে জলে ফেলে দিল। আকপাঁক কবতে কবতে বাচ্চাটা প্রাণপণে ডাঙা লক্ষ্য কবে পা ছুঁড়তে লাগল। পবে বুঝেছিলাম, পেঙ্গুইন-মা এভাবে তাদের বাচ্চাদেব সাঁতাব শেখায়।

আব এক অদ্ভুত ব্যাপাব দেখে না হেসে থাকতে পাবলাম না। গোটা বাবো পেঙ্গুইন অদ্ভুতভাবে লাফাতে লাফাতে ঢালু দিয়ে সমুদ্রেব দিকে যাচ্ছিল। কতগুলো ঠিক চলে গেল, কিন্তু বাকীগুলো টাল সামলাতে না পেরে গড়াতে গড়াতে, ডিগবাজি খেতে খেতে সমুদ্রের

দিকে অগ্রসর হতে লাগল। জলে পড়েই আবার তারা বেশ নিজেদের সামলে নিল।

এই অদ্ভুত পাখীদের চালচলন দেখে পিটারকিন গম্ভীরমুখে বলল, "আমার কি মনে হয় জান? পাখীগুলো সব পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল। আর এ দ্বীপটাও মোটেই সুবিধের নয়, নিশ্চয়ই ভুতুড়ে দ্বীপ! তাই আমি বলি কি, আমরা এক্ষুনি এখান থেকেই মানে মানে প্রাণ নিয়ে পালাই। তবে তোমরা যদি নেহাৎ দ্বীপে নামতেই চাও তো কয়েকটাকে না ঘায়েল করে আমরা সহজে প্রাণ দেব না।"

"আমরা দ্বীপেই নামতে চাই।" বলে জ্যাক সজোরে দাঁড় টানতে লাগল। দ্বীপে পৌঁছে একটা ঢিবির আড়ালে নৌকো রেখে আমরা দ্বীপে নামলাম। লাঠিসোঁটা সঙ্গে নিতে ভুললাম না। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, আক্রমণ করা তো দূরের কথা, আমরা কাছে যেতেও ওরা কিছুই করল না। আরো কাছে গিয়ে ওদের গায়ে হাত দিলাম। তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই অদ্ভুত পাখীদের চালচলন লক্ষ্য করে ফেরার পথ ধরলাম। জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় যে এই অদ্ভুত পেঙ্গুইন পাখী, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ রইল না।

—তেরো—

একদিন জ্যাক আর আমি মাছ ধরতে যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি আর পিটারকিন কাছেই একটা ঢিবির ওপরে বসে রোদ পোহাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার চীৎকারে আমরা ফিরে দাঁড়ালাম।

"জ্যাক, জ্যাক, র‍্যাল্ফ্, পাল,—একটা পাল দেখতে পাচ্ছি। ঐ, ঐ দেখ!" বলে অনেক দূরে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

"তাইত! আরে, জাহাজটাও দেখতে পাচ্ছি যে!" উত্তেজিত স্বরে জ্যাক বলে উঠল।

আমাদেব তখনকার মনের অবস্থা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

জাহাজটা যদি আমাদেব দ্বীপে এসে থামে, কাপ্তেন নিশ্চয় খুসিমনেই আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হবে। তারপর কোন সভ্যদেশে পৌঁছে দিলে সেখান থেকে দেশে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না। বাড়ীর কথা মনে হতেই মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এ দ্বীপ আমাদের যতই প্রিয় হোক না কেন, বাড়ী ফেরবার সামান্যতম সুযোগ পেলেও আমরা সানন্দে একে ত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত! কুটীরের কাছের সবথেকে উঁচু পাহাড়টার ওপরে উঠে

উদ্বেলিত হৃদয়ে জাহাজের অপেক্ষায় রইলাম। জাহাজটা সোজা আমাদের দ্বীপের দিকেই আসছে।

জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমরা জামা খুলে ইসারা করতে লাগলাম। প্রবাল-প্রাচীরের কাছাকাছি এসে জাহাজটা থামল, তারপর একটা নৌকো নামিয়ে দিল। বুঝলাম, ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। হঠাৎ জাহাজের মাস্তুলে একটা পতাকা উঠল, আর খানিকটা সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল একপাশ দিয়ে। ওদের উদ্দেশ্য ভাল করে বোঝবার আগেই একটা কামানের গোলা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে এসে কতকগুলো নারকেল গাছ ধ্বংস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে দেখি, জাহাজের পতাকাটা কালো রঙের ; একটা মড়ার মাথা, আর দুটো হাড় তাতে আঁকা রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাযি করতে করতে 'জলদস্যু' শব্দটা আপনা হতেই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"কি হবে," নৌকোটাকে কাছে আসতে দেখে পিটারকিন বলে উঠল, "একবার যদি ওরা আমাদের পায়, হয় হাঙরের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখবে, নয়ত আমাদেরও জলদস্যুতে পরিণত করবে।"

কোন উপায় মনে না পড়ায় জ্যাকের দিকে তাকালাম। দু'হাত যুক্ত করে একমনে কি ভাবছে সে. মুখে গভীর

উদ্বেগের ছায়া। "একমাত্র উপায় আছে," পিটারকিনের দিকে ফিরে জ্যাক বলল, "কিন্তু বোধহয় তার দরকার হবে না। ওরা যদি আমাদের ধরতে চায় তো সারা দ্বীপটা চষে দেখবে। যাই হোক, আমার সঙ্গে এসো।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা ঘুব পথ ধরে আমরা তার সঙ্গে যেখানে ফোয়ারার মত জল ওঠে সেই পাথরটার কাছে গেলাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তাদের নৌকোটা দেখা গেল, সশস্ত্র লোকে ভর্ত্তি। নৌকো সবে তীবে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে নেমে পড়ে সারবন্দী ভাবে আমাদের কুটীরের দিকে ছুটে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার তারা তাদেব নৌকোর দিকে ফিরে গেল। তাদের একজন আমাদের বেড়ালটার ল্যাজ ধরে তাকে বন্‌বন্‌ কবে মাথাব উপবে ঘোরাতে ঘোরাতে আসছিল। জলের কাছে এসে সজোবে বেড়ালটাকে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপব সঙ্গীদেব কাছে ফিরে গিয়ে ব্যস্তভাবে কি সব বলতে লাগল।

"আমাদেব ভাগ্যে কি আছে বুঝতেই পাবছ বোধহয়," তেতো গলায় জ্যাক বলল। "নিছক খেলার ছলে যারা একটা নিরীহ বেড়ালকে এভাবে মারতে পারে, মানুষ মারাও তাদের কাছে অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার! আমাদের এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সেই অন্ধকার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া।"

"অন্ধকার গুহা! তাহলে আমার কোন আশাই নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত জলদস্যুরাও যদি একসঙ্গে আমাকে তাড়া করে তাহলেও আমি ও সুড়ঙ্গ দিয়ে ডুবে যেতে পারব না।” করুণ স্বরে পিটারকিন বলল।

“না পিটারকিন, আমরা তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব। তুমি শুধু আমাদেব ওপবে বিশ্বাস রাখ।” আমি বললাম।

ইতিমধ্যে জলদস্যুবা চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দ্বীপটা ঘিরে ফেলবার চেষ্টা কবছে।

অত্যন্ত গম্ভীব স্বরে জ্যাক বলল, “দেখ পিটাবকিন, আব সময় নেই, এখনি তোমাকে মনস্থিব কবতে হবে। হয তুমি আমাদের সঙ্গে অন্ধকাব গুহায যাবে, নযত আমবাও তোমাব সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ কবে নেব।”

“না ভাই জ্যাক, তা কোব না। তোমবা দুজনে অন্ধকাব গুহায চলে যাও, আমি থাকি। অতি সামান্য মানুষ বলে ওরা হয়তো আমাকে না-ও হত্যা কবতে পাবে।”

“না, তা হয না”, দৃঢস্বরে জ্যাক বলে উঠল। তাবপব একটা লাঠি তুলে নিযে বলল, “ব্যাল্‌ফ্, আমাদেব এবারে ওদেব সম্মুখীন হতে হবে। ওদের বৈশিষ্ট্য হল, ওবা ছেড়ে কথা কয না। যে কযজন আমাদের দিকে অগ্রসর হযে আসছে তাদের যদি কাৎ করতে পাবি তো কিছুক্ষণেব জন্যও অন্ততঃ বনের মধ্যে আত্মগোপন কবা সম্ভব হবে।”

“কিন্তু ওবা যে পাঁচজন! না, আমাদের কোন আশাই নেই।” আমি বললাম।

"বেশ, তাহলে তোমাদের কথাই থাক," জ্যাকের হাত সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে পিটারকিন বলে উঠল, "আমরা অন্ধকার গুহাতেই যাব!"

জলদস্যুরা ইতিমধ্যে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে জ্যাক আর আমি পিটারকিনের দু'হাত চেপে ধরলাম। "খুব স্থির হয়ে থাকো, একটুও নড়াচড়া নয়। নতুবা আমাদের বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না।" জ্যাক বলল।

পিটারকিন কোন উত্তর করল না। কিন্তু তার মুখের ভাবে বুঝতে পারলাম, সে নিজেকে প্রস্তুত কবে নিয়েছে। জলদস্যুবা একটা ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই পিটারকিনকে নিয়ে আমবা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বীরের মত পিটাবকিন আমাদেব হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন কবল, একটু পর্য্যন্ত না নড়ে অতি সহজেই আমাদের সঙ্গে সুড়ঙ্গপথ উত্তীর্ণ হল।

ব্যস, আর কোন ভয় নেই। তিনজনে তিনটে পাথরেব ওপবে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে পিটাবকিন বলল, "কিন্তু জলদস্যুরা যদি এই দ্বীপে বসবাস করবে ঠিক করে থাকে?"

'না, সে ভয় নেই," জ্যাক বলল। "এক জায়গায় বেশীদিন থাকা ওদের ধাতে পোষায় না। জলই ওদের ঘব-বাড়ী, ওদের প্রাণ। বড় জোর দু'দিন, তার বেশী কিছুতেই ওরা থাকবে না।"

"কিন্তু এই তু'দিন এই অন্ধকার গুহায় অনাহারে কি করে থাকবে ?"

"না পিটারকিন, সে ভাবনাও নেই। র‍্যাল্‌ফ্ আর আমি এর আগে যখন এখানে বেড়াতে আসতাম, প্রায়ই কিছু ফলমূল সঙ্গে নিয়ে আসতাম। নিতান্ত খেয়াল বশেই আমরা তা করতাম বটে, কিন্তু এখন দেখ, তাতেই আমরা এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি।"

পরীক্ষা করে দেখলাম, রুটিফল আর নারকেলগুলো বেশ টাটকাই আছে।

ভোজনপর্ব্ব শেষ করে আমরা ফিসফিস করে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলাম। যে ক্ষীণ আলোয় গুহা সামান্য আলোকিত হয়েছিল, তাও ক্রমে মিলিয়ে গেল। বুঝলাম রাত্রি আসছে। নিদ্রাদেবীর আরাধনায় আমরা সেই স্যাঁতসেতে গুহায় শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে উঠতে সেই ক্ষীণ আলো আবার চোখে পড়ল, বুঝলাম, সকাল হয়েছে। কিন্তু কত বেলা হয়েছে, আন্দাজ করতে পারলাম না।

জ্যাক বলল, "যাই একবার দেখে আসি কি অবস্থা।"

"না জ্যাক, তুমি বিশ্রাম কর, কদিন অনেক পরিশ্রম করেছ। বরং তুমি পিটারকিনকে আগলে রাখ, আমি দেখে আসি জলদস্যুরা কি করছে। ভয় নেই, আমি খুব সাবধানে যাব। শিগগিরই তোমরা আমার কাছে সব খবর পাবে।"

"বেশ, তাই হোক। কিন্তু দেখো, বেশী দেরি করো না। আর হ্যাঁ, সম্ভব হলে কয়েকটা নারকেল এনো।"

"খুব সাবধান কিন্তু," পিটারকিন বলল, "জলদস্যুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের তন্নতন্ন করে খুঁজছে।"

"কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকো।" বলেই আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওপারে উঠে খুব সন্তর্পণে চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, কিন্তু কাছেপিঠে কাউকে দেখা গেল না। গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলাম। খানিকটা ওপরে এসে সমুদ্রের দিকে তাকাতে দেখি, জলদস্যুদের জাহাজটা একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দেখেই আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম, ইচ্ছা হল এখনি ফিরে গিয়ে বন্ধুদের সংবাদটা জানাই।

পরক্ষণেই মনে হল, তার আগে নিশ্চয় করে জানা দরকার, এ সেই জাহাজটাই কিনা। এই মনে করে একটা ছোট পাহাড়েব ওপরে উঠতে লাগলাম। হ্যাঁ, এ সেই জাহাজই বটে। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নিজের অজ্ঞাতেই চীৎকার করে উঠলাম, "ঐ জাহাজটা চলে যাচ্ছে! হ্যাঁ, এবারকার মত অন্ততঃ শিকার শয়তানদের ফাঁকি দিয়েছে!"

"অতটা নিশ্চয় হওয়া কি ঠিক হল?" হেঁড়ে গলায় আমার পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বলিষ্ঠ হাত আমার কাঁধে চেপে বসে গেল।

—চৌদ্দ—

আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর হিম হয়ে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড, ভীষণদর্শন লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে বিদ্রূপের হাসি। লোকটি য়ুরোপীয় হলেও রোদে পুড়ে পুড়ে তার মুখের রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছে। তার সাজ-সজ্জা সাধারণ নাবিকের মতই, বিশেষত্বের মধ্যে কেবল মাথায় গ্রীস-দেশীয় এক রকম টুপি, আর কোমরে অত্যন্ত দামী সিল্কের শাল, তাতে দুজোড়া পিস্তল আর একটা খুব ভারী ভোজালির মত অস্ত্র। তার গোঁফ-দাড়িও মাথার চুলের মতই ছোট ছোট, কোঁকড়ানো।

"হুঁ! শিকার তাহলে শয়তানদের ফাঁকিই দিয়েছে, কেমন?" আমার কাঁধটা আরো জোরে চেপে ধরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে বলল, "বেশ বেশ! আচ্ছা, ওদিকে তাকাও তো?" বলে জলদস্যুটা তীক্ষ্ণ স্বরে শীষ দিয়ে উঠল। দুয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার প্রত্যুত্তর এল, আর জলদস্যুদের নৌকোটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আবার দ্বীপের দিকে মুখ করল। "যাও, ওখানে গিয়ে বেশ বড় করে আগুন জ্বালো। পালাবার চেষ্টা করলেই এমন এক দূত পাঠাব, যে কখনো দেরি বা ভুল করে না।" বলে সে তার পিস্তল দেখিয়ে দিল।

পকেটের কাঁচটা দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে আগুনের সৃষ্টি

করলাম। আগুনটা ভাল করে জ্বলে উঠতে না উঠতেই একটা কামানের গর্জ্জন শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, জাহাজটা দ্বীপের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম, এ ওদের এক রকম চাতুরী। যাতে আমরা মনে করি জাহাজটা চলে গেছে, সেজন্য জাহাজটাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, এখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। মুক্তিলাভের সামান্যতম সুযোগও যে এরা আমাকে দেবে না, এ বেশ ভাল করেই বুঝলাম। জলদস্যুটার পাশে দাঁড়িয়ে নৌকো থেকে নেমে আসা নাবিকদের লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ মনে হল, ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করে দেখলাম, তা সম্ভব নয়, কারণ জলের ধারে পৌঁছবার আগেই ওদের হাতে পড়ে যাব।

মতলবের সাফল্যের জন্য ওদের মধ্যে বেশ একটু হাসাহাসি চলতে লাগল। যে জলদস্যুর হাতে ধরা পড়েছিলাম, ওরা তাকে কাপ্তেন বলে সম্বোধন করল। লোকগুলোর চেহারা অত্যন্ত হিংস্র ধরণের; রুক্ষ দাড়ি গোঁফে সারা মুখ ভর্ত্তি, কপালে ভ্রূকুটির রেখা। পোষাক পরিচ্ছদও তাদের কতকটা কাপ্তেনেরই মত। ওদের চেহারার মধ্যে যে নৃশংসতা ফুটে উঠেছিল তা দেখে এটুকু বেশ বুঝলাম, ওদের কাছে আমার জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও নয়।

ওদের মধ্যে থেকে একজন চীৎকার করে উঠল, "বাকি ছোঁড়াগুলো কোথায়?" বলে সে এমন একটা শপথ করে

বসল যে আমি শিউরে উঠলাম,—"অন্ততঃ তিনটে যে ছিল, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।"

"এই ছোঁড়া, কথা বল্। বাকী কুকুরগুলো কোথায়?" কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করল।

নীচু গলায় বলাম, "আমার সঙ্গীদের কথা জিজ্ঞাসা করছ? সে আমি বলব না।"

আমার এই উত্তর শুনে বিকট হাসিতে সকলে ফেটে পড়ল।

কাপ্তেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমাব দিকে তাকিয়ে রইল, তাবপর কোমর থেকে একটা পিস্তল বের কবে আমার দিকে তুলে ধরে বলল, "দেখ হে ছোকরা, বাজে নষ্ট কববাব মত সময় আমার নেই। সব খবব যদি এখনি না খুলে বল তো তোমাব মাথার ঘিলু উড়িয়ে দেব। কোথায় তোমাব সঙ্গীবা?"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ কবতে লাগলাম। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ওর মুখের কাছে ঘুসি পাকিয়ে বললাম, "শয়তান, ঘিলু উড়িয়ে দিলে তো তাড়াতাড়িই সব শেষ হয়ে যাবে, সে আর এমন কি কষ্ট? ডুবিয়ে মারলে বরং তাব থেকে অনেক বেশীক্ষণ কষ্ট পাব! তবু তোমাকে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি যদি আমাকে ঐ উঁচু পাহাড়ের ওপব থেকেও জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তবুও আমার সঙ্গীদের সম্বন্ধে কোন কথাই তোমাকে বলব না। চাও তো চেষ্টা করে দেখতে পার!"

একথা শুনে জলদস্যুর মুখ ক্রোধে রক্তশূন্য হয়ে গেল; একটা ভীষণ শব্দ করে বলল, "বটে! এই, নিয়ে যা তো রে এটাকে, ঠ্যাং ধরে গভীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়।"

আমার দুঃসাহস দেখে অন্যান্য জলদস্যুরা অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল, কাপ্তেনের হুকুমে এখন তারা আমাকে উঁচু পাহাড়টার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। আমার মতলব এত সহজে কার্য্যকরী হচ্ছে দেখে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম। একবার এদের হাত এড়িয়ে জলে পড়তে পারলে আমি নির্ব্বিঘ্নে আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলতে পারব। কিন্তু আমার সমস্ত আশা নষ্ট করে দিয়ে কাপ্তেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, "থাম্‌রে থাম্! হাঙরের মুখে দেবার আগে ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দেব। ওকে নৌকোয় তোল্। তাড়াতাড়ি কর্, বেশ বাতাস বইছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে কাঁধ পর্য্যন্ত উঁচু করে তুলে তাড়াতাড়ি নৌকোর কাছে এল। তারপর দড়াম করে এত জোরে আমাকে নৌকোর মধ্যে ফেলে দিল যে মনে হল, আমার হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকবার পর কনুইতে ভর করে উঁচু হয়ে তাকাতে দেখলাম, নৌকো একটু একটু করে জাহাজটার দিকে এগিয়ে চলেছে। এইটুকু মাত্র দেখেছি, এমন সময়ে কে একজন আমার কোমরে প্রচণ্ড লাথি মেরে জাহাজে উঠতে বলল।

জাহাজে উঠলাম। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, জাহাজে গোলা-

গুলির কোন সরঞ্জাম নেই, আর আকৃতিতেও তা বরং বাণিজ্য-জাহাজেরই মত, ঠিক জলদস্যুর জাহাজের মত নয়। জাহাজের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচ্ছন্নতা আমাকে বিস্মিত করল। দেখলেই মনে হয়, এ জাহাজ রীতিমত সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম,জলদস্যুদের পরিচ্ছদ একরকমের হলেও কাপ্তেন ভিন্ন কারো সঙ্গেই কোন অস্ত্রপাতি থাকে না। কাপ্তেনও শুধু তার ভোজালিটা আর একটামাত্র রিভলভার সঙ্গে রাখে। তার চেহারার ভয়াবহতা ছাড়াও আর যেজন্য কাপ্তেনকে অন্যান্য নাবিকদেব থেকে স্বতন্ত্র মনে হয় সে হল তার অনমনীয় দুঃসাহস। এবং এবই বলে সে তার সঙ্গীদের ওপরে আধিপত্য কবে আসছে। কাপ্তেনেব ওপরে আন্তরিক বিদ্বেষ সত্ত্বেও নাবিকেরা নিজেদের সুবিধাব জন্যই তাকে কাপ্তেন বলে মেনে নিয়েছে।

আবাব আমার সঙ্গীদের কথা মনে পড়ে গেল। পেবাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাব দু'গাল বেয়ে অঝোবধাবে অশ্রু গড়াতে লাগল।

"কিরে একগুঁয়ে ছোঁড়া, এবার তাহলে কান্না শুরু করেছিস ?" আমার কাছে এগিয়ে এসে সজোরে কানে এক ঘুসি লাগিয়ে কাপ্তেন বলে উঠল, "দ্যাখ্, এসব প্যান্‌প্যানানি আমার জাহাজে চলে না। তাই বলছি, এখনো যদি কান্না না থামাস তো খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।"

এই দুর্ব্ব্যবহারে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কিন্তু

ভেবে দেখলাম, এক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করাটা নিতান্ত মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলাম।

"আমার তোর সম্বন্ধে অনেক ভাল ধারণা ছিল। যাই হোক, তোকে আমি শোধরাবই শোধরাব, আর যদি না পারি তো দু'এক দিনের মধ্যেই ফেলে দেব হাঙরের মুখে। নীচে চলে যা, যতক্ষণ না ডাকব ওপরে আসবি না।"

ওর কথামত নীচে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, মাস্তুলের ধারে একটা ছোট পাত্রের ওপরে লেখা রয়েছে, "বারুদ"। সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব মাথায় খেলে গেল। আমরা তো হাওয়ার বিরুদ্ধে যাচ্ছি, সুতরাং যা কিছু এখন জলে ফেলে দিই না কেন, ভাসতে ভাসতে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছোন উচিত। সেই সঙ্গে একথাও মনে পড়ে গেল, দ্বীপে আমার বন্ধুদের কাছে একটা পিস্তলও আছে! আর মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করে পাত্রটা তুলে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলাম। আমার এই কাণ্ড দেখে কাপ্তেন আর তাব সঙ্গীরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

ভীষণ অঙ্গভঙ্গী করে কাপ্তেন আমার কাছে এসে চীৎকার করে বলল, "ওটা ফেলে দিলি যে উল্লুক?" বলেই সে আমাকে আঘাত করবার জন্য হাত তুলল।

সমান জোরে চীৎকার করে আমি শাসিয়ে উঠলাম, "আগে মাথার ওপর থেকে হাত নামিয়ে নাও, নতুবা একটা কথাও বলব না।"

এক পা পেছিয়ে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে কাপ্তেন আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"বেশ। শোন তাহলে আমি কেন ওটা জলে ফেলে দিয়েছি। ঢেউ আর হাওয়ার সাহায্যে পাত্রটা নিশ্চয়ই প্রবাল-দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুবে। সেখানে আমার বন্ধুরা রয়েছে। তাদের কাছে একটা পিস্তল আছে, শুধু বারুদেরই অভাব। আমার কেবল দুঃখ হচ্ছে যে বারুদের পাত্রটা খুব বড় নয়।—আর একটা কথা শোন হে জলদস্যু। এক্ষুনি তুমি বলছিলে, আমার সম্বন্ধে তোমার অনেক ভাল ধারণা ছিল। আমার নিজের অবশ্য আমার সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত ধারণা নেই, কারণ ও নিয়ে কখনো বিশেষ মাথা ঘামাই নি। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভাল করেই জেনে রাখো,—আমি যে-মশলায় তৈরি, তেমন মশলা এর আগে কখনো তোমাদের হাতে পড়েনি। আর আমাকে পোষ মানাতে গেলে যে পরিমাণ ক্ষমতার দরকার, তার বিন্দুমাত্রও তোমাদের নেই।"

অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে আবার আমাকে প্রহার শুরু করবে, তার জায়গায় সে শুধু মৃদু হেসে ওপরে উঠে গেল। আমিও নীচে নেমে গেলাম।

আমি নীচে যেতেই সকলে আমাকে খুব প্রশংসা করল। একজন আমার পিঠ চাপড়ে বলল, "বেশ, বেশ বলেছ। খাঁটি ছেলে তুমি, ভবিষ্যতে যথেষ্ট নাম করতে পারবে। ঐ যে ব্লাডি বিলকে দেখছ, ও-ও যখন প্রথম এসেছিল, ঠিক

তোমারই মত ছিল। কিন্তু দেখ, ওর মত খুনে এখন আমাদের দলে আর একজনও নেই।"

অন্য সকলেও আমার বীরত্বের অনেক প্রশংসা করল। 'ব্লাডি বিল' বলে যার কথা প্রথম লোকটা বলল, তাকে লক্ষ্য করলাম। সব সময়ে সে কেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে থাকত। সঙ্গীরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কোনরকমে দুয়েক কথায় উত্তর দিয়ে সারত বটে, কিন্তু নিজে হতে পারতপক্ষে কোন কথা বলত না। লম্বায় চওড়ায়ও সে অন্য সকলের থেকে বড়; প্রায় কাপ্তেনের সমান সমান।

বাকী বিকালটা নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে রইলাম। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে মনে আলোচনা করতে করতেই রাত্রি হয়ে গেল। এমন সময় কাপ্তেন আমাকে ডেকে পাঠাল।

কাপ্তেনের কেবিন দেখিয়ে দিয়ে লোকটা চলে গেল।

একটা ছোট রূপোর বাতি থেকে সামান্য আলো এসে ঘরটা আলোকিত করে রেখেছে। ঘরটা সুসজ্জিত না হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ছোট টেবলের ওপরে বসে কাপ্তেন প্রশান্ত মহাসাগরের একটা মানচিত্র লক্ষ্য করছিল, আমি প্রবেশ করতেই মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে বসতে বলল। তারপর পেন্সিল নামিয়ে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"তোমার নাম কি খোকা?" পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করল।

"র‍্যাল্‌ফ্‌ রোভার।"

"তুমি কোথা থেকে আসছ, ও দ্বীপেই বা কি করে এলে? তোমার ক'জন সঙ্গী ওখানে আছে? উত্তর দাও, কিন্তু সাবধান, মিথ্যা বোল না।"

"আমি কখনো মিথ্যা বলি না।"

শুনে কাপ্তেন বিদ্রূপের হাসি হেসে আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

তখন আমি ওঁকে আমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানালাম। কিন্তু অন্ধকার গুহার কথা খুব সাবধানে এড়িয়ে গেলাম। আমার কাহিনী শেষ হবার পরও ও কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।"

আমি কোন উত্তর করলাম না।

"কিন্তু তুমি এ জাহাজকে জলদস্যুর জাহাজ মনে করলে কেন?"

"তোমাদের কালো পতাকা দেখে। আর যদি বা তাতে কোন সন্দেহ ছিল, তোমাদের কাছে যে ব্যবহার পেয়ে আসছি তা থেকে তাও দূর হয়ে গেছে।

কাপ্তেন ভ্রূ কুঞ্চিত করল। কোনরকমে ক্রোধ দমন করে বলল, "তুমি একটু বেশী দুঃসাহসী। তোমার প্রতি আমরা হয়ত খারাপ ব্যবহার করেছি; কিন্তু তার কারণ, তুমি আমাদের অনেক সময় নষ্ট করেছ, অনেক বাধা দিয়েছ। আর, কালো পতাকার কথা বলছ? সে শুধু দ্বীপের অধিবাসীদের ভয় দেখাবার জন্য। জলদস্যু আমি নই, আমি ব্যবসায়ী। আমার

ব্যবহার হয়ত খুব নম্র নয়, কিন্তু এই জলদস্যুদের এলাকায় ব্যবসা করতে গেলে নম্র হওয়া চলে না। ফিজি দ্বীপবাসীদের সঙ্গে আমার চন্দনকাঠের ব্যবসা আছে। তুমি যদি চাও, র‍্যাল্‌ফ্, তোমাকে আমার সঙ্গে নিতে পারি; লাভের ভাল অংশই তুমি পাবে। তোমার মত একজন সৎ যুবকের আমার প্রয়োজন। কি বল তুমি? আমার সঙ্গে চন্দনের ব্যবসায় নামবে?"

কাপ্তেনের কথায় আমি খুব আশ্চর্য্য হলাম, এবং ও জলদস্যু নয় একথা জেনে নিশ্চিন্তও হলাম কতকটা। ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে আমাকে এভাবে দ্বীপ থেকে নিয়ে এসেছ কেন?"

কাপ্তেন হেসে উত্তর করল, "রাগের মাথায় তোমাকে নিয়ে এসেছি, এবং সেজন্য আমি অনুতপ্ত। তোমাকে ফিরে রেখে আসতেও পারতাম, কিন্তু এতক্ষণে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি,"—বলে সে ম্যাপ দেখিয়ে বলল, "অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল। এখন আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার কথা তুললে আমার সঙ্গীদের ওপর অবিচার করা হবে।"

আমি একথার কোন উত্তর করলাম না। আর দুয়েকটা কথার পর আমি তাদের ব্যবসায়ে যোগ দিতে রাজি হলাম। কাপ্তেনকে বললাম, কোন সভ্য দেশ আসলেই আমি তাদের ছেড়ে চলে যাব, এবং কাপ্তেন তাতে রাজি হল। কাপ্তেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু আশার লক্ষণ দেখেও কেন জানিনা আমার মন একটুও হালকা হল না।

—পনেরো—

এর পবে তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। একদিন আমি ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে একঝাঁক মাছেব খেলা দেখছি, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, অসহ্য গবম পড়েছে। আমার থেকে কিছু দূরে ব্রাডি বিল কাজ করছে। এই অমানুষদের দলে বিলকেই যেন কতকটা মানুষেব মত মনে হয়। জাহাজের অন্য সকলে কাপ্তেনের প্রিয়-পাত্র হিসাবে আমাকে হিংসার চক্ষে দেখে এবং পারতপক্ষে অবজ্ঞা করেই চলে। ব্রাডি বিলও আমাকে অবজ্ঞা করে বটে, তবে সেটা তাব স্বভাব, কারো সঙ্গে গল্পগুজব কবা তাব ধাতে সয় না। দুয়েকবার তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা কবেছি, কিন্তু প্রতিবাবেই হ্যাঁ-না, কবে কোনরকমে উত্তব সেরেছে। আমাব দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "তুমি সব সময় এত বিষণ্ণ কেন, বিল! এত কম কথা বল কেন?"

মৃদু হেসে বিল বলল, "বিশেষ কথা বলবার থাকেনা বলেই বোধহয়।"

"এ কথা আমাব বিশ্বাস হয় না। তোমাকে দেখে মনে হয়, তোমার বেশ চিন্তা কববার ক্ষমতা আছে। চিন্তা কববার ক্ষমতা যাদের থাকে তাদের তো কথা বলবার মত কিছু থাকা উচিত!"

"হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি। কথা আমি বলতে পাবি, কিন্তু

এখানে কার সঙ্গে কথা বলব ? এরা কি গালাগালি ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে ?”

“সেকথা সত্যি, বিল। আর তুমিও যদি অন্য সকলের মত ইতর ভাষায় কথা বল তো আমিই তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করব। কিন্তু আমি তো ইতর ভাষায় কথা বলি না, সুতরাং আমার সঙ্গে তো তুমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পার। দিনের পর দিন এই জাহাজে কাটাচ্ছি, অথচ এমন একজনকে পাই না যার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলতে পারি। তুমি যদি বিল মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে একটু আধটু কথা বল তো বেশ হয়।”

বিল অবাক হয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ওর রোদে ঝলসানো মুখের ওপর যেন বিষাদের ছায়া পড়েই আবার মিলিয়ে গেল।

“ভাল ভাষায় কথা তুমি কোথায় শুনেছ ?” সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিল জিজ্ঞাসা করল, “ঐ প্রবাল দ্বীপে ?”

“হ্যাঁ, সত্যিই তাই,” উৎসাহিত স্বরে আমি বললাম, “আমার জীবনের বহু সুখের দিন ঐ দ্বীপে অতিবাহিত হয়েছে।” তারপর আমাদের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিলের কাছে বর্ণনা করলাম।

অভিভূতের মত সমস্ত শুনে গাঢ়স্বরে বিল বলল, “র‍্যাল্‌ফ্ র‍্যাল্‌ফ্, এ জাহাজ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়।”

“তা তো নয়ই। কিন্তু উপায় কি বল ? কবে মুক্তি পাব সেই আশায় দিন গুনছি।”

"মুক্তি!" আমার মুখে চোখ তুলে আশ্চর্য্য স্বরে বিল জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, মুক্তি। কাপ্তেন বলেছে, এই অভিযান শেষ হবার পরে সে আমাকে মুক্তি দেবে।"

"এই অভিযান!" তারপর সুর নামিয়ে নিয়ে বিল আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি প্রথম যেদিন এখানে এলে, কাপ্তেন তোমাকে কি বলেছিল?"

"বলেছিল যে, সে চন্দন-কাঠেব ব্যবসা কবে, জলদস্যু নয় আব বলেছিল, আমি যদি এই অভিযানে তার সঙ্গে যোগ দিই তো আমাকে তার লাভের অংশ দেবে। তারপর যদি আমি তাই ইচ্ছা করি তো কোন সভ্য দেশে নামিয়ে দেবে আমাকে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বিল বলল, "চন্দন-কাঠের ব্যবসা সে সত্যিই কবে, কিন্তু সে যে একজন জলদস্যুও, সে কথাও সত্যি। কালো পতাকাটা শুধু একটা বাজে হুমকি নয়।"

"তাহলে কি করে বলছ, সে ব্যবসা করে?"

"ব্যাপারটা কি জান? যেখানে জবরদস্তিতে কাজ হয না, সেখানে সে ব্যবসা করে। কিন্তু ব্যবসার থেকে জোব খাটানোতেই তাব উৎসাহ অনেক বেশী।" হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বিল বলল, "র‍্যাল্‌ফ, এ জাহাজে আমি যেসব নৃশংস দৃশ্য দেখেছি, তা দেখলে আমরা জলদস্যু কিনা এ বিষয়ে তোমার মনে এতটুকু সন্দেহ থাকত না। এবং তুমি নিজেও শিগ্‌গিরই তা দেখতে পাবে।"

এর পরের কয়েকটা দিন যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটেছে। কাপ্তেনকে দেখলেই আতঙ্কে শিউরে উঠেছি, যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ওর সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে। আমার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট কৌতূহলের অভাব ছিল বলে ও-ও আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেনি, এই যা রক্ষা।

আমি স্থির করেছি, প্রথম যে দ্বীপে আমরা নামব সেখানেই এই বিষাক্ত সঙ্গীদের ত্যাগ করে অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীদের আশ্রয় গ্রহণ করব—আর একটা ঘণ্টাও এ জাহাজ আমার সহ্য হচ্ছে না।

বিলকে একথা জানাতে সে মাথা নেড়ে বলল, "না র‍্যাল্‌ফ্, সেকথা মনেও স্থান দিও না। এমন দ্বীপ অবশ্য যে একেবারে নেই তা নয় যেখানকার অধিবাসীরা হয়ত তোমাকে আশ্রয় দেবে, কিন্তু এ অঞ্চলে ভুলেও সে আশা কোরনা। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।"

"কেন বিল, দ্বীপের অধিবাসীরা কি আমাকে আশ্রয় দেবে না?"

"হ্যাঁ, দেবে, কিন্তু সে শুধু তোমাকে খেয়ে ফেলবার জন্য।"

"খেয়ে ফেলবে!" অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলাম। "শুনেছি তো দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপবাসীরা শত্রু ভিন্ন অন্য মানুষের মাংস খায় না?"

"বাজে কথা! এ বোধহয় তোমার কোমল-হৃদয় ইংরেজ বন্ধুরা তোমাকে বুঝিয়েছে। আমি জানি, ফিজি দ্বীপবাসীরা শুধু শত্রু নয়, পরস্পরের মাংস পর্য্যন্ত খায়। অন্য যে কোন

মাংসের থেকে নরমাংস ওদের কাছে অধিক প্রিয়। তবে হ্যাঁ, কালো মানুষের মাংস ওরা যতটা পছন্দ করে, সাদা মানুষের মাংস ঠিক ততটা পছন্দ করে না। ওরা বলে, সাদা মানুষের মাংস খেলে ওদের শরীর খারাপ হয়।”

“কিন্তু তুমি যে এক্ষুনি বললে, ধরতে পারলেই ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে ?”

“সত্যিই খেয়ে ফেলবে। ওদের কারো কারো মুখে শুনেছি বটে কালো মানুষের মাংসই ওদের বেশী প্রিয়, কিন্তু ক্ষিদে পেলে ওরা সে বিচার করে না। যাই হোক, ওরা যে তোমাকে খেয়ে ফেলবে, এতে সন্দেহমাত্র নেই। ওদের অঞ্চলে বহু বছর কাটিয়ে ওদের সম্বন্ধে এটুকু খবর অন্ততঃ আমি জেনেছি। জলদস্যুদের থেকে ওরা কোন অংশেই ভাল নয়। ওদের একটা কি নিয়ম আছে জান ? জাহাজডুবি হয়ে যে কোন লোকই ওদের দ্বীপে ভেসে আসুক না কেন, জীবিত অথবা মৃত, ওরা তাকে রোস্ট করে খেয়ে ফেলবে। একদিনের কথা বলছি শোন। এক ঝড়ের সময়ে আমরা একটা দ্বীপের কাছে নোঙর ফেলেছিলাম। কাছেই একটা ছোট জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। মাত্র তিনজন ।ভগ্ন জাহাজের সকলেই মারা যায়। সেই তিনজন সাঁতরে দ্বীপে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বীপবাসীরা তাদের বনের মধ্যে ধরে নিয়ে যায়। ওদের ভাগ্যে কি আছে সে আমরা জানতাম, কিন্তু দলে ভারী না থাকায় আমরা তাদের সাহায্যে যেতে সাহস করলাম না। সেই তিনজনকে

আমরা আর কখনো দেখিনি। কিন্তু সে রাত্রে বিকট নৃত্য-গীত, উল্লাসের শব্দ আমরা শুনেছি। পরদিন একজন দ্বীপবাসী ব্যবসায়-সূত্রে আমাদের কাছে এসে জানায়, লম্বা শুয়োরগুলোকে (মরা মানুষকে ওরা যা বলে) তারা রোস্ট করে খেয়ে ফেলেছে, তাদের হাড় দিয়ে এখন পাল খাটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সাদা মানুষগুলোর মাংস নাকি এত খারাপ ছিল যে খেয়ে প্রায় সকলেরই শরীর খারাপ করেছে।”

এই বীভৎস বর্ণনা শুনে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। বিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করা যেতে পারে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে বিল নিশ্চয় হয়ে নিল যে কেউ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছে না, তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, “মুক্তির দু'তিনটে উপায় আমাদের আছে, কিন্তু কোনটাই সহজসাধ্য নয়। তাহিটির কাছাকাছি কোন দ্বীপে যদি কখনো আমরা যাই তাহলে একটা উপায় হতে পারে, কারণ সেখানকার বাসিন্দারা অতটা হিংস্র নয়, আর তারা বিশ্বাসযোগ্যও বটে। কিন্তু ওসব দ্বীপে নামলেই কাপ্তেন আমাদের চলাফেরার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, কারণ সে জানে, আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা তার সঙ্গ ত্যাগ করতে ব্যস্ত। রাত্রির অন্ধকারে কোনরকমে যদি সবার অগোচরে একটা নৌকো খুলে নিয়ে দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারি···কিন্তু দ্বীপবাসীদের হাতে ধরা পড়বার ভয় যে একেবারে নেই তা নয়। না, এ ফন্দী আমার ঠিক পছন্দ মত নয়। যাই হোক,

এ বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। তুমিও একটু চিন্তা করে দেখো। যাই, এবারে আমার পাহারা দেবার পালা।"

আমার কাছে বিদায় নিয়ে বিল চলে যেতে আর একজন তার জায়গায় এল। তার সঙ্গে আমার কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না, নিজের অবস্থার চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলাম। আমার মৃতদেহ অনুসন্ধানে হতাশ হয়ে জ্যাক আর পিটারকিন কি করছে কে জানে! জাহাজ বা তার নৌকোটা যদি তারা না দেখে থাকে তো কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না যে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও, আমার সাহায্য ভিন্ন জ্যাক একাই বা কি করে পিটারকিনকে নিয়ে অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে? হঠাৎ যদি পিটারকিন নিতান্ত নির্ব্বোধের মত সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই হাত-পা ছোঁড়া শুরু করে দেয়?

হঠাৎ এক ঝলক উজ্জ্বল আগুনের জ্যোতি চোখে পড়তে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, দক্ষিণ দিক্‌চক্রবেখা উদ্ভাসিত করে সমুদ্রবক্ষে বহুদূর পর্য্যন্ত সেই রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কামান-গর্জ্জনের মত প্রচণ্ড শব্দ, আর সারা আকাশ কালোয় ছেয়ে গেল। থেকে থেকে বয়ে যেতে লাগল উত্তপ্ত দমকা হাওয়া।

তাড়াতাড়ি সকলে ডেকের ওপরে চলে এল, সকলেরই ধারণা, সাজ্ঘাতিক ঝড় উঠবে। কিন্তু কাপ্তেন এসে সকলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

"এ কোন আগ্নেয়গিরির কীর্ত্তি," সে বলে উঠল, "এখানে

আশেপাশে কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি আছে আমি জানতাম, কিন্তু সে যে এখনো নিবে যায়নি এ ধারণা আমার ছিল না। পালগুলো গুটিয়ে নাও, বোধহয় ঝড় উঠবে।”

সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বর্ষণ শুরু হল, কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখি, এ বৃষ্টি নয়, খুব পাতলা ছাই। আগ্নেয়গিরিটা থেকে আমরা অনেকটা দূরে রয়েছি, সুতরাং এ ছাই নিশ্চয়ই হাওয়ায় ভর করে এসেছে। কাপ্তেন ঠিকই বলেছিল, কাবণ প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই প্রচণ্ড ঝড় উঠল, আমরাও অতি দ্রুত আগ্নেয়গিবির এলাকা থেকে দূরে সরে আসতে লাগলাম। তবুও প্রায় সারারাত্রি ধরে আমরা সেই রক্তিম আভা দেখতে পেয়েছিলাম, অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ শব্দও সারারাত্রি আমাদেব কানে বেজেছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ছাই বৃষ্টি চলতে লাগল—প্রায় চল্লিশ মাইল অতিক্রম করেও আমবা তাব হাত থেকে অব্যাহতি পাইনি। ছাইয়ের বর্ষণ একটু কমে আসতে লক্ষ্য কবে দেখলাম, জাহাজের সর্ব্বত্র ছাইয়েব একটা প্রলেপ পড়েছে। মনে পড়ল জ্যাকের কথা, সে বলেছিল, প্রশান্ত মহাসাগবেব অনেকগুলো দ্বীপই আগ্নেয়গিবি ; কোনটা নিবে গেছে, কোনটার এখনো অগ্ন্যুদ্গম-ক্ষমতা রয়েছে। দুয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কথাও পড়েছিলাম মনে পড়ে, তাঁরা বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো আর কিছুই নয়, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জলের নীচে ডুবে-যাওয়া কোন বিশাল মহাদেশের পর্ব্বতসমূহের চূড়া মাত্র।

অগ্ন্যুৎপাতের তিনদিন পরে একটা বেশ বড়গোছের দ্বীপের কাছে আমরা উপস্থিত হলাম। দ্বীপটার সর্ব্বত্র গাছপালায় ছাওয়া। দুটো বেশ বড় বড় পাহাড় দ্বীপটায় রয়েছে—এক একটা প্রায় ৪০০০ ফুট উঁচু। দুটো পাহাডেব মাঝখান দিয়ে একটা উপত্যকা চলে গিয়েছে। দ্বীপটা যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, ব্লাডি বিল তখন আমার পাশে ছিল।

"আবে!" সে বিস্ময়ে চীৎকাব কবে বলল, "এ দ্বীপ তো আমি ভাল করেই চিনি! এব নাম এমো।"

"এখানে বুঝি আগেও এসেছ?"

'অনেকবার! চন্দন কাঠের জন্য এ দ্বীপ প্রসিদ্ধ। অনেকবাব আমরা জাহাজ বোঝাই কবে এখান থেকে কাঠ নিয়ে গিয়েছি। দামও দিয়েছি, কাবণ ওরা দলে ভাবি থাকায় বলপ্রয়োগ করতে সাহস করিনি। কিন্তু আমাদের কাপ্তেন এতবাব ওদেব ঠকাতে চেষ্টা কবেছে যে, উপযুক্ত মূল্য পেলেও ওরা আব আমাদেব বিশেষ পছন্দ কবে না। তাছাডা গতবাব ওবা আমাদেব সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহাব কবে নি। কাপ্তেন কি কবে যে আবাব ওখানে যেতে সাহস করছে বুঝতে পাবছি না। লোকটাব ভয়-ডব বলে কিছু নেই দেখছি।"

দ্বীপ থেকে কিছু দূবে নোঙর ফেলে কাপ্তেন নৌকো নামাতে আদেশ দিল। পনেরো জন সশস্ত্র লোক নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। আমাকেও যেতে হল ওদেব সঙ্গে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকো দ্বীপে গিয়ে লাগল। অত্যন্ত

দুর্ব্ব্যবহার আশঙ্কা করেই এখানে এসেছিলাম, কিন্তু দ্বীপের সর্দ্দার রোমাতা বেশ ভদ্রভাবেই আমাদের অভ্যর্থনা করল। সে আমাদেব তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মাছুব পেতে বসাল। যেতে যেতে লক্ষ্য করেছিলাম, দ্বীপেব অধিবাসীরা—সংখ্যায় তারা দু'তিন হাজারের কম হবে না—সকলেই নিরস্ত্র।

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পব আমাদেব ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা হল, তাবপর কাপ্তেন কাজের কথা পাড়ল। আবার এ দ্বীপে আসবাব উদ্দেশ্য জানিয়ে কাপ্তেন বলল, "আগেব বারে ভুল বোঝার ফলে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, আশা করি সেজন্য আমাদেব কেউই কোন দ্বেষ পোষণ কবে নেই, বাণিজ্য আগের মত স্বাভাবিক ভাবেই চলবে।"

উত্তরে বোমাতা জানাল, আগেব বারের ঘটনা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, এতদিন পরে পুরোণো বন্ধুদেব দেখে ভাবি আনন্দ হয়েছে তার। কাঠ কাটা এবং তা তুলে নিয়ে যাওযার ব্যাপাবে সে যথাসাধ্য আমাদেব সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তাবপর ব্যবসা সম্পর্কীয খুটিনাটি কথাবার্ত্তা শেষ হতে আমরা উঠলাম।

পবেব দিন নাবিকেব দল চন্দন-বনে কাঠ কাটতে গেল, আব কামানের মুখটা সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে ফিরিযে, দুয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বইল কাপ্তেন। কাপ্তেনের হুকুমে আমাকেও নাবিকদের সঙ্গে যেতে হল।

যেতে যেতে লক্ষ্য কবে দেখলাম, এ দ্বীপও গাছ-পালা,

শাক-সব্জির ব্যাপারে আমাদের প্রবাল-দ্বীপেরই মত। প্রায় আধমাইলটাক ভেতরে যাবার পর আমরা চন্দন-বনে উপস্থিত হলাম।

দুপুরের দিকে দুয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সর্দ্দার আমাদের কাছে এল। আমাদের জন্য সে কিছু খাবার এনেছিল। একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। সর্দ্দারও খেতে লেগে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, সে নিজে খাচ্ছে না, তার এক স্ত্রী খাইয়ে দিচ্ছে তাকে। আমার পাশেই বিল বসেছিল, তাকে চুপিচুপি এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "নিজের হাতে খেতে বোধহয় ওর আত্মসম্মানে বাধে! কিন্তু কই, ওর তো এ বিষয়ে খুব কড়াকড়ি ছিল না, আগের বার তো ওকে নিজেনিজেই খেতে দেখেছি! ওদের একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে, যাকে, ওরা বলে, 'তাবু'। এই নিয়ম ওরা খুব সাবধানে মেনে চলে। যেমন ধরো, কেউ যদি কোন বিশেষ গাছকে তার দেবতা বলে মেনে নেয়, সেই গাছের ফল সে খেতে পারবে না। যদি তবু সে খায় সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করবে এবং খেয়েও ফেলবে, কারণ এদের কাছে হত্যা করা মানেই খেয়ে ফেলা। আচ্ছা, সর্দ্দারের মাথার বড় বড় চুলগুলো দেখেছ তো? ওগুলো ঠিক রাখতে রোজ অনেক নাপিতের দরকার হয়। ওদের আর একটা 'তাবু' হল, যদি কেউ জীবিত সর্দ্দারের মাথায়, বা মৃত সর্দ্দারের দেহে হাত দেয়, সারা জীবন আর সেই হাত ব্যবহার করতে

পারবে না। ফলে হয় কি সর্দ্দারের নাপিত বেচারারা কিছুতেই হাতের ব্যবহার করতে পারে না, তাই ছোট ছেলেদের মতন তাদের খাইয়ে দিতে হয়।...তুমি ওদের একজন দেবতাকে দেখতে চাও? তাহলে এস আমার সঙ্গে।" বলে বিল আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা ছোট্ট ডোবার ধারে এসে উপস্থিত হলাম। যে দ্বীপবাসী ছেলেটা আমাদের পেছন পেছন আসছিল, ওদের ভাষায় বিল কি যেন বলল তাকে। ছেলেটা ডোবার ধারে গিয়ে অদ্ভুতভাবে শীষ দিয়ে উঠতেই জলে একটা আলোড়ন উঠল। মুহূর্ত্ত পরেই একটা প্রকাণ্ড ঈল জলের ওপরে মাথা তুলল। ছেলেটা তার মাথায় হাত দিতেও সে কোন আপত্তি করল না। প্রকাণ্ড ঈলটা, প্রায় বারো ফুট লম্বা, আর মানুষের উরুর মত মোটা!

অসীম ঘৃণাভরে বিল বলল; "ঠিক দেবতা বলে মনে হয় কি ওকে? ও কিন্তু সত্যিই ওদের এক দেবতা। ইতিমধ্যে যে ও কত শিশুকে উদরস্থ করেছে তার সংখ্যা নেই। আরও কত শিশু যে ওর জন্য প্রাণ দেবে তাও কেউ বলতে পারে না।"

"শিশু!" অবিশ্বাসের স্বরে বিলকে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ র‍্যালফ্, শিশু। তোমার হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এ আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর তুমি যদি কিছুদিন এখানে থাক, তুমিও দেখতে পাবে!"

"কিন্তু তা কি করে হয়, বিল? মায়েরা আপত্তি করে না?"

"আপত্তি করবে কি ? মায়েরা নিজেরাই শিশুদের ওর মুখে ফেলে দেয়। এমন কিছু নিষ্ঠুর বা বীভৎস কাজ নেই যা এরা করতে পারে না। এদের মধ্যে আবার এমন শ্রেণীর অসভ্য আছে, যারা জন্মমাত্রেই তাদের শিশুদের হত্যা করে। পিতারা এই হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, এবং মায়েরা তাতে কোন আপত্তি তোলে না।"

—ষোলো—

পবদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখনো আমার সর্ব্বশরীর অবসাদে ক্লান্ত। নিজের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে মনটা আরো মুষড়ে পড়ল।

আমার চারিদিকে যারা রয়েছে, নরহত্যা তাদের কাছে সামান্য খেলা মাত্র। এমন কি বিল, যাব মধ্যে তবু সামান্যতমও মনুষ্যত্ব আছে, সে পর্য্যন্ত এমন উগ্রস্বভাবেব যে, সবাই তাকে 'ব্লাডি বিল' বলে ডাকে। আর দ্বীপের বাসিন্দাদের কথা তো চিন্তা করাও যায় না! মুক্তির সামান্যতম সুযোগও যে এদের কারো কাছে কখনো পাব, এ আশা দুরাশা।

শবীরটা ভাল নয় এই অজুহাতে কাপ্তেনকে অনুরোধ কবলাম, সেদিন যেন আমাকে কাঠ কাটতে পাঠান না হয়, কিন্তু কাপ্তেন তাতে কর্ণপাত করল না। রোমাতার সঙ্গে কি ব্যাপারে চটাচটি হওয়ায় তার মেজাজ ভাল ছিল না।

বাধ্য হয়ে আমাকেও চন্দন-বনে যেতে হল। যাবার আগে কাপ্তেন আমাকে তার কেবিনে নিয়ে গিয়ে বলল, "তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। শয়তান রোমাতা বেঁকে বসেছে, কিছু ভেট না পেলে শান্ত হবে না দেখছি! তুমি এই তিমি'র দাঁতগুলো ওকে উপহার দিয়ে এস। ওদের ভাষা জানে এমন একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

উপহারের সামগ্রী দেখে আমি বিস্মিত হলাম। আটটা

তিমি'র দাঁত, তার ছ'টা সাদা, আর দুটো টকটকে লাল রঙ করা। যা-ই হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁতগুলো তুলে নিয়ে বিলকে সঙ্গে করে সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে চললাম।

বিলকে আমার বিস্ময়ের কারণ জানাতে সে বলল, "তোমার-আমার কাছে যত সামান্য জিনিষই হোক, ওদের কাছে এ বহুমূল্য রত্নবিশেষ। ওরা এগুলো মুদ্রার মতই ব্যবহার করে। লাল দাঁতগুলোর মূল্যই ওদের কাছে বেশী,—ওর একটার দাম কুড়িটা সাদা দাঁতের সমান। এ দাঁত সংগ্রহ করা কঠিন বলেই বোধহয় ওদের কাছে এর এত কদর।"

রোমাতার কাছে যে অভ্যর্থনা পেলাম, তাকে কোনমতেই সম্ভাষণ বলা চলে না। কিন্তু বিলের কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে ওর চোখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল তা আমার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে, দাঁতগুলো সরিয়ে রেখে রোমাতা বলল, "তোমাদের কাপ্তেনকে বোল, শুধু আজকের মত তোমাদের কাঠ কাটতে অনুমতি দিচ্ছি।"

সেদিন সন্ধ্যায় কি একটা কাজে কাপ্তেনের কেবিনের সামনে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ কাপ্তেনের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। বুঝলাম, মেটের সঙ্গে তার বচসা হচ্ছে। ভাল করে কাণ পাততে স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

"এ আমি পছন্দ করি না। আমরা শুধু কাজ করেই চলেছি, অথচ লাভের বেলায় কিছু নেই।"

"লাভ নেই!" কোনরকমে ক্রোধ সম্বরণ করে কাপ্তেন উত্তর করল, "এই যে এত কাঠ আমরা জাহাজে তুলেছি, বলতে চাও এর কোন মূল্য নেই?"

"বেশ তো, মাল যখন জাহাজে উঠেইছে তখন আর শুধু শুধু এখানে থেকে ওদের খোসামোদ করা কেন?"

"তুমি কি বলছ মেট? কোথায় সমস্ত মাল জাহাজে উঠেছে? এখনো যথেষ্ট কাঠ পড়ে রয়েছে, এবং শয়তান সর্দ্দার তা ভাল করেই জানে। কিছুতেই যে সে আমাকে তা নিতে দেবে না, কাল তো স্পষ্টই তা জানিয়ে দিয়েছে!"

"তাই নাকি?" চীৎকার করে উঠল মেট, "ও জানেনা ও কাদের সঙ্গে কারবার করছে!"

"অথচ ওকে আক্রমণ করতে তুমি তো ভয়েই অস্থির!"

"ভয়?" গর্জ্জন করে উঠল মেট, "আমি এক্ষুনি ওদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কাপ্তেন, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি খুলে বল ত?"

"চন্দন-বনের কাছে একটা নদীর মোহানার মত আছে। জাহাজটা তার ভেতরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নৌকোয় করে তীরে নামব। দুজনকে নৌকোয় রেখে বাকী সকলে বন্দুক উঁচিয়ে গিয়ে কাঠগুলো অধিকার করব। তারা দুজনে নৌকো প্রস্তুত রাখবে, যাতে আমরা ফেরামাত্র নৌকো ছেড়ে দিতে পারে। তীরে নেমে, বনের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা ওদের আড্ডার কাছে যাব। কয়েকবার গুলি করতেই

পড়ে যাবে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন, আর বাকী সকলে পালিয়ে যাবে। তখন আমরা নির্বিবাদে যত খুসি কাঠ নৌকোয় তুলতে পারব।”

শেষ পর্য্যন্ত মেট এ প্রস্তাবে রাজি হল।

আমি তক্ষুনি গিয়ে বিলকে সব জানালাম। মনে হল সে খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বিল বলল, “আমার মতলব শোনো র‍্যাল্‌ফ্। অন্ধকার হবার পর আমি সাঁতরে ডাঙায় যাব। তারপর আমাদের যেখানে নৌকো থেকে নামবার কথা হয়েছে তার কাছাকাছি কোন একটা গাছে একটা বন্দুক বেঁধে রাখব। বন্দুকের ঘোড়ার সঙ্গে একটা সুতো বাঁধা থাকবে। আমাদের সঙ্গীরা ওখান দিয়ে যেতে গিয়ে যেই সেই সুতোয় হোঁচট খাবে অমনি বন্দুকটা শব্দ করে উঠবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপবাসীরা সতর্ক হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে আমরা দুজনে নৌকোয় ফিরে যাব।” বলে বিল হেসে উঠল, মনে হল এই বোধহয় প্রথম সে প্রাণ খোলা হাসি হাসল। “হ্যাঁ, একেবারের জন্য অন্ততঃ তুমি বলতে পারবে র‍্যাল্‌ফ্, ব্লাকি বিলের সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত শিকার শয়তানদের ফাঁকি দিতে পেরেছে!”

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে বিল তার কথা কাজে পরিণত করল। বাঁ হাতে একটা বন্দুক নিয়ে সেটা জলের ওপরে তুলে ধরে ডান হাতে সাঁতার কেটে তীরে গিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে কাজ সেরে তেমনি নিঃশব্দে সে ফিরে এল।

জাহাজ থেকে সকলে যখন একে-একে নিঃশব্দে নৌকোয়

নামতে লাগল, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। নৌকো তীরে ভিড়তে মেট ফিসফিস করে বলল, "নৌকোয় দু'জন থাকার দরকার নেই, আমাদের হয়ত সকলের সাহায্যই প্রয়োজন হবে। ব্যাল্‌ফ্ একাই থাকুক।"

কাপ্তেন রাজি হল তাতে, তারপর আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে একে একে নৌকো থেকে নেমে পড়ল সবাই।

কম্পিত হৃদয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বন্দুকটা ঠিক কোথায় আছে বিলের কাছে শুনে নিয়েছিলাম। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। তবে কি ওরা অন্য পথে গিয়েছে? অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলাম। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম, 'ক্লিক্', আর ঝোপঝাপের অন্তরাল ভেদ করে ছুটো আগুনের শিখা জ্বলে উঠতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন দমে গেল, কারণ বুঝতে পারলাম, সুতোয় টান পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। সমস্ত মতলব ব্যর্থ হয়ে গেল। সেই ঘন অন্ধকারে নৌকোয় একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক অপার্থিব আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে ভেসে এল হাজার কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে সেই কান্না উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল, তারপরেই শোনা গেল ঝোপঝাপ ভেঙে পলায়মান মানুষের দ্রুত পদশব্দ। এমন সময়ে তীরের কাছ থেকে একটা

তর্জ্জন শোনা গেল—উপযুক্ত সময়ের আগেই বন্দুক ছোঁড়ার জন্য কে যেন কাকে ধমকাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো বন্দুক এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠল, আর তার পরক্ষণেই একটা অত্যন্ত প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মুহূর্ত্তমধ্যে হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল মরণের আর্ত্তনাদ। শব্দের গতি অনুসরণ করে বুঝলাম, আমাদের দল শত্রুদের সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাণ পেতে এইসব শুনছি, এমন সময় খুব কাছেই কোথায় পাতার খসখসানি শুনে চমকে উঠলাম। লক্ষ্য করে দেখি, একদল দ্বীপবাসী বনজঙ্গল ভেদ করে যথাসম্ভব নিঃশব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বুঝলাম, আমাদের সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে এরা পেছন থেকে এসে তাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। হলও তাই। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার ভীষণ চীৎকার শুরু হল, এবং কয়েকটা পরিচিত কণ্ঠে মরণের আর্ত্তনাদ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

যুদ্ধের তাণ্ডব মন্দীভূত হয়ে আসতে দ্বীপবাসীদের উল্লাস-ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হল। বুঝলাম, আমাদের পরাজয় হয়েছে। আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর পঙ্গু হয়ে গেল। এখন আমি কি করব? অসভ্যদের হাতে আত্মসমর্পণ করার কথা চিন্তা করাও যায় না, এবং পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকাও অসম্ভব। আর, জাহাজ নিয়ে যে পালাব তাই বা অন্যের সাহায্য ভিন্ন কি করে সম্ভব? অন্য উপায় না দেখে

অগত্যা তাই করব ঠিক করলাম। দাঁড়টা তুলে নিতে যাব, এমন সময় যে বিকট আর্ত্তনাদ আমার কানে এল, সে পরিচিত কণ্ঠের। শত্রুপক্ষের উল্লাসধ্বনিও শুনতে পেলাম সেই সঙ্গে। ভয়ে বিহ্বল হয়ে কোনরকমে দাঁড়টা দিয়ে দ্বীপের মাটিতে একটা ঠেলা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক নৌকোয় লাফিয়ে উঠল—

"দাঁড়াও র‍্যাল্‌ফ্‌, দাঁড়াও, —হ্যাঁ ঠিক আছে!"

একি, এ যে বিলের কণ্ঠস্বর! কিন্তু তখন আর কথা বলবার সময় নেই. তু'জনে প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চললাম। জাহাজে উঠেই জাহাজের মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সবেগে বেয়ে চললাম। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠের চীৎকারে বুঝলাম, ওরা আমাদের পালিয়ে যাওয়া দেখতে পেয়েছে। মুহূর্ত্তমধ্যে একদল লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আমরা তখন মরীয়া হয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছি। ফলে ওরা পেছিয়ে পড়তে লাগল। একজন কিন্তু কিছুতেই পেছপা হল না, যে কাটা কাছিটা জাহাজের একপাশে ঝুলছিল, চট্‌ করে ধরে ফেলল সেটা। বিল কিন্তু আগে থাকতেই তাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এইভাবে দাঁড় টেনে চলল। লোকটা কাছে আসতেই এক আচমকা ঘুসিতে তাকে ভূমিসাৎ করল। তারপর তাকে তুলে নিয়ে সজোরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার দাঁড় ধরল। কিন্তু এর থেকেও বড় বিপদ তখন আমাদের সামনে উপস্থিত। অসভ্যরা তীর ধরে ছুটতে

ছুটতে আমাদের জাহাজের থেকেও আগে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একবার যদি ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনরকমে জাহাজের মুখটা বন্ধ করতে পারে তো আমাদের আর কোনই আশাই থাকবে না। একমুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিল তাড়াতাড়ি কামানের মুখটা দ্বীপের দিকে ঘুরিয়ে নিল। কামান বারুদে ভরা ছিল, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাব আগুন লাগাবাব জায়গাটা লক্ষ্য করে বিল পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো শব্দে কামান গর্জ্জে উঠল, মনে হল, দ্বীপের পাহাড় পর্ব্বতগুলো পর্য্যন্ত যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

আব কিছুব দরকাব হল না, এই হৈ-হল্লাব মধ্যে কখন্ আমরা সেই বিপজ্জনক মোহানা অতিক্রম করে সমুদ্রে এসে পড়েছি। ফাঁকায় আসতেই সমুদ্রের বাতাসে জাহাজেব পালগুলো ফুলে উঠল। অসভ্যদেব হতাশাব্যঞ্জক চীৎকার অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ। অতি-পবিশ্রমে,:উত্তেজনায়, ক্লান্ত, মৃতপ্রায় হয়ে আমি ডেকের ওপবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

—সতেরো—

"ওঠো র‍্যালফ্, জাগো, আর কোন ভয় নেই ; আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।" বিল বলে উঠল। আমার কোন সাড়া না পেয়ে কাছে এসে দেখল, আমি তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছি। তখন সে আমাকে তুলে নিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিল। তারপর কি একটা তরল পদার্থ আমার মুখে দিয়ে বলল, "এটা খেয়ে ফেল, শরীরে বল পাবে।" ততক্ষণে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। বিলের মুখে এরকম মিষ্টি কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম ; কারণ এর আগে কখনো ওকে এভাবে কথা বলতে শুনিনি।

বিলের দেওয়া পানীয় একঢোক খেয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে তাকালাম, কিন্তু অসীম ক্লান্তি সারা অঙ্গে ছেয়ে এল ; প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণ একটানা বিশ্রামের পর শরীরটা বেশ হাল্‌কা বোধ হল ; শুয়ে শুয়ে আলস্য উপভোগ করতে লাগলাম। বহুদিন পরে মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম সমুদ্রের বিরাট সৌন্দর্য্য। হঠাৎ বিলকে দেখে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। পালের খুঁটিটা ডান হাতে ধরে তার ওপরে মাথা রেখে বিল নিস্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে। ওকে এভাবে বিশ্রাম করতে দেখে আমি

আর বিরক্ত করলাম না, কনুইয়ে ভর করে নিঃশব্দে ওঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এতে যে শব্দ হল, তাতেই বিল চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। বলল, "এই যে র‍্যাল্‌ফ্‌, উঠেছ।"

বিলের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে জমে রয়েছে চাপ চাপ রক্ত! উদ্বিগ্নস্বরে বললাম, "একি বিল, তোমার গায়ে রক্ত!"

'হ্যাঁ র‍্যালফ্‌, রক্ত," অত্যন্ত করুণস্বরে কথাগুলো বলে বিল আমার জায়গায় শুয়ে পড়ল। "হ্যাঁ, জখম হয়েছি, বেশ জখম হয়েছি। এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম, কখন তোমার ঘুম ভাঙবে। কেবিনের 'লকার' থেকে একটু রুটি আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দাও দেখি! তুমি এমন সুন্দর ঘুমোচ্ছিলে র‍্যাল্‌ফ্‌, যে তোমাকে জাগাতে ইচ্ছা করছিল না।"

দৌড়ে নীচে গিয়ে কয়েকটা বিস্কুট আর ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এলাম। ওগুলো খেয়ে ও যেন কতকটা ভাল বোধ করল। কিছুক্ষণ পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পরে জেগে উঠল বিল। বলল, "এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি, র‍্যাল্‌ফ্‌, আমার শরীরে যেন দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এসেছে।" বলে তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে তখনি পড়ে গেল।

"না বিল, তুমি নড়াচড়া কোর না। চুপ করে শুয়ে থাক, দেখি তুমি কিরকম আঘাত পেয়েছ। ডেকের ওপরে তোমার

জন্য সুন্দর বিছানা করে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে তুমি প্রাতরাশ সেরে নাও। তারপর তোমার কাছে বসে সমস্ত ঘটনা শুনব।"

বিল হতাশভাবে মুখ সরিয়ে নিতে আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না বিল, সেরে উঠবে তুমি। আমি ডাক্তার নই বটে, কিন্তু আমি যে কত ভাল নার্স, শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে।"

বলে আমি রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরালাম, তারপর কয়েকটা ডিম আর কিছু শাক-শব্‌জি দিয়ে কোনরকমে একটা তরকারী রান্না করে আধঘণ্টার মধ্যে বিলের কাছে হাজির হলাম। সেগুলো খেয়ে বিল যেন অনেকটা তৃপ্ত হল।

"এবার বিল, তোমার ক্ষতস্থানটা একটু পরীক্ষা করে দেখব।" লক্ষ্য করে দেখলাম, তার বুকে পিস্তলের গুলি লেগেছে। রক্ত যে খুব বেশী বেরিয়েছে তা নয়, আর গুলি লেগেওছে ডান দিকে। তাই আশা হল, আঘাত হয়ত খুব মারাত্মক হয়নি। বিলকে একথা বলতে সে কিন্তু মাথা নাড়ল। বলল, "যাই হোক তুমি বোস, তোমাকে সব বলি।"

"নৌকো থেকে নেমে সকলে বন্দুকটার দিকেই চলেছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে সুতোয় টান পড়তেও বন্দুকে আওয়াজ হল না। তখন আমি মরীয়া হয়ে ঝোপের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়ে দিলাম বন্দুক ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে করুণ আর্ত্তনাদ শুরু হল। ছুটে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় কাপ্তেন আমাকে থামাল—'শয়তান, নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে তুমি এ কাজ করেছ।' বলেই সে আমার বুক লক্ষ্য করে গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে এক বিকট চীৎকারে আমার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, এক প্রকাণ্ড আগুনের ধারে আমাদের দলের সবাই হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় প্রত্যেকে এক-একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, আর তাদের ঘিরে মহা উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে দ্বীপবাসীরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের একজন এক প্রকাণ্ড ছোরা বের করে কাপ্তেনের কাছে গেল, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিল কাপ্তেনের বুকে। পরক্ষণেই বিকট চীৎকারে বনভূমি কেঁপে উঠল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে আমি তক্ষুনি ছুটতে শুরু করলাম। অসভ্যরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ওদের হাতে ধরা পড়বার আগেই আমি নৌকোয় লাফিয়ে পড়েছিলাম। তার পরের ঘটনা তো তুমি জান।”

এতক্ষণ একটানা কথা বলবার ফলে বিল এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে অনেকক্ষণ ধরে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। আমি তাই অন্য প্রসঙ্গ তোলবার চেষ্টা করলাম—“কিন্তু বিল, এখন আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে, ঠিক করতে হবে, আমরা কোন্‌দিকে যাব।”

“ঠিক বলেছ র‍্যাল্‌ফ্। কিন্তু ভাই, যেদিকেই যাও, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না; আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। যেদিকে খুসি যাও তুমি, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।”

"তাহলে বোধহয় আমাদের আবার সেই প্রবাল-দ্বীপেই যাওয়া উচিত, বিল। আমার বন্ধু জ্যাক আর পিটারকিনের জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। যতদূর জানি, দ্বীপটার কোন নাম নেই। তবে কাপ্তেন আমাকে একবার তার ম্যাপে দ্বীপটার অবস্থিতি দেখিয়ে দিয়েছিল, সেই থেকে আমি লক্ষ্য করে এসেছি; সুতরাং আমি চিনে যেতে পারব। এখন আমার প্রথম কাজ ডেকের ওপরে একটা কিছু ঘিরে দেওয়া, যাতে তোমার গায়ে রোদ না লাগে। তুমি যদি, বিল, দিনে কেবল দু'ঘণ্টার জন্য একটু হাল ধরতে পার, সেই সময়টুকু ঘুমিয়ে নিয়ে আমি বাকী বাইশটা ঘণ্টাই দাঁড় টানতে পারব। আর তুমি যদি তাও না পার তো ওরই মধ্যে কোনমতে নোঙর ফেলে তোমার খাবারের জোগাড় করে দেব এভাবেই আমরা পৌঁছে যাব প্রবাল-দ্বীপে।"

আমার কথা শুনে মৃদু হেসে বিল বলল, "কিন্তু যদি ঝড় ওঠে তখন কি করবে ?"

এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না। অনেকক্ষণ চিন্তা করবার 'পর বললাম, "মানুষের পক্ষে যতদূর সাধ্য তা আমরা করব, বাকীটা ঈশ্বরের হাতে।"

অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে বিল বলল, "তোমার মত আমিও যদি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম, র‍্যাল্‌ফ ! মরণকে আমি অনেকবার উপেক্ষা করে এসেছি, কিন্তু এখন মরণের মুখোমুখি এসে মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। মৃত্যুর

পরবর্ত্তী দেশে যেতে আমার অত্যন্ত ভয়। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, সেখানে আমার কৃতকর্ম্মের বিচার হবে।"

"ওকথা বলো না বিল। আমি জোব করে বলতে পারি, তোমার এখনো আশা আছে। বাইবেলেব কথাগুলো আমাব মনে পড়ছে না বটে, কিন্তু আমি জানি, তাতে আশার বাণীই রয়েছে। আমাদের জাহাজে বাইবেল নেই ?"

"না র‍্যাল্‌ফ্‌। শেষ যে বাইবেলটা জাহাজে এসেছিল সেটা ছিল এক হতভাগ্য বালকের। কাপ্তেন তাকে জোর কবে ধবে এনেছিল। তার মৃত্যুব পরে বাইবেলটা কাপ্তেনের হাতে পড়ায় সে তা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।"

কিছুক্ষণ নীববে থেকে বিল আবাব শুরু করল, "ব্যাল্‌ফ্‌, আমি অতি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি। ছেলে বযস থেকে আমি নাবিকের কাজ কবে এসেছি, কিন্তু বাবাকে ছেড়ে চলে আসা থেকে ক্রমেই নেমে গিযেছি অবনতিব ধাপে। তিন বছর হল আমি জলদস্যু হযেছি, সেই থেকে বহুবাব আমার হাত নররক্তে রঞ্জিত হযেছে। আমাব নৃশংসতাব বিবরণ শুনলে তোমার রক্ত হিম হযে যাবে... ... ...কিন্তু সেকথা থাক !"

"বিল, তোমার রক্ত-কলুষিত হাতও পবিত্র, তুষাব-শুভ্র হযে যাবে। শুধু মনে বিশ্বাস বাখো।"

"বিশ্বাস বাখব ?" উত্তেজিত হযে কনুইযে ভর করে উঁচু হয়ে উঠে বিল বলল, "একথা লোককে আগেও বলতে শুনেছি, —যেন বিশ্বাস রাখা কতই সহজ !"

এই উত্তেজনার ফলে বিল আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, আর্ত্ত শব্দ করে শুয়ে পড়ল আবার। আমি তার পাশে বসলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ বিল আমার হাত ধরে বলে উঠল, "কথাটা আর একবার শোনাও তো, র‍্যাল্‌ফ্‌!"

আমি আবার বললাম।

"ঠিক জান তো, বাইবেলে এইরকম কথাই আছে?"

"হ্যাঁ বিল, ঠিক জানি।"

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে জাহাজটাকে সজোরে দুলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে হালের কাছে গেলাম। আমি উঠে যেতেই হঠাৎ একটা খুঁটিতে বিলের মাথা ঠুকে গেল। কোনরকমে জাহাজটা সামলে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাতাস কমে যেতে ছুটে বিলের কাছে গেলাম। অসাড় দেহে বিল পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাথার তলা থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই মাথাটা ভারী হয়ে পড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে থেকেও স্পন্দনের আভাসমাত্র পেলাম না।

জলদস্যুর মৃত্যু হয়েছে।

—আঠারো—

মৃত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক অজানা আতঙ্ক আমাকে ছেয়ে ফেলল। ওর অতীত কাহিনী চিন্তা করতে করতে আমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হলাম। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমি একা—যে জাহাজ চালাতে আটজন নাবিকের প্রয়োজন, জাহাজ-চালনা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে আমাকে একা সেই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার সঙ্গীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী কয়েক দিনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। এইটুকু মাত্র বলে রাখি, একটা কামানের গোলা ওর পায়ের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আমার জীবনদাতার সলিল-সমাধি সম্পন্ন করেছি।

পূরো এক সপ্তাহ ধরে পূবে হাওয়া আমার জাহাজকে রীতিমত দ্রুতবেগেই প্রবালদ্বীপের অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে চলল। প্রথম থেকেই আমি আমার গন্তব্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। বুঝলাম, যেভাবে চলেছি তাতে প্রবাল-দ্বীপে পৌঁছতে খুব বেশী দেরি হবে না। কম্পাসের সঙ্গে কাপ্তেনের চার্ট মিলিয়েই আমি এত নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম।

বাতাস অনুকূল দেখে উঁচু পালগুলো খাটাবার চেষ্টা করলাম। অতি কষ্টে, অনেকবার বিফল হয়ে শেষ পর্য্যন্ত

সফল হলাম, জাহাজের গতি হল দ্রুততর। বিশ্রামের অভাব অত্যন্ত অনুভব করছিলাম, তারও একটা উপায় উদ্ভাবন করা গেল। হালটা এমনভাবে বেঁধে রাখলাম, যাতে সব সময়ে সেদিকে দৃষ্টি না রাখলেও জাহাজ ঠিক পথে চলতে পারে। এর ফলে কিছুটা সময় পেতাম এবং তার মধ্যেই আমার খাওয়া-দাওয়া, এমন কি দিনে দু'ঘণ্টা করে ঘুমের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতাম না, কারণ কখন ঝড় উঠে জাহাজকে বিপথে নিয়ে যায় কে বলতে পারে? ঘুম থেকে জেগে তাই আমার প্রথম কাজ হত কম্পাসটা দেখে নিশ্চয় হওয়া, যে জাহাজটা ঠিক যাচ্ছে। ঝড়কেই এখন আমাব প্রধান ভয়, কিন্তু সেকথা চিন্তা করে মন ভারী করলাম না।

এভাবে কেটে গেল দু'সপ্তাহ। প্রবাল-দ্বীপেব অনেকটা কাছে আসতে পেরেছি ভেবে সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ-শিহরণ জাগল।

সমস্ত জাহাজটা খুঁজে একটা মাত্র বই আবিষ্কার করতে পারলাম, 'কাপ্তেন কুকের অভিযান'। চমৎকার লাগল বইটা। নৌ-চালনা সম্বন্ধে, পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান এ বই থেকে লাভ করলাম। দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম, আর এই বই পড়া—এতেই কেটে গেল দিনগুলো। কেবল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কিছুই এ কদিনের মধ্যে ঘটেনি।

এক রাত্রে ঘুমের থেকে জেগে দেখি, সমস্ত সমুদ্র যেন নীল আগুনের আভায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আগুনের

ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে আমার জাহাজ। বিস্ময়ে, আতঙ্কে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ফসফরাসের আলো এর আগেও অনেকবার দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। এ যেন দুধের সমুদ্র, এত উজ্জ্বল যে চোখ ঝলসে যায়!

তাড়াতাড়ি উঠে এক বালতি জল তুলে নিলাম, কেবিনে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করব। কিন্তু আলো পড়তেই তার সেই অসাধারণ রূপ দূর হয়ে গেল। অথচ অন্ধকারে আসতেই আবার তা জ্বলজ্বল করে উঠল। আশ্চর্য্য হয়ে খানিকটা জল হাতে তুলে নিলাম, তারপর ফেলে দিলাম জলটা। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, আমার হাতও সেই উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছে। তাড়াতাড়ি আলোর কাছে যেতেই আর তা দেখা গেল না। তখন টেলিস্কোপের কাঁচটা নিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, জেলির মত নরম কি দুয়েকটা স্বচ্ছ পদার্থ যেন আমার হাতের ওপরে নড়ে বেড়াচ্ছে। এত ছোট, যে খালি চোখে তা দেখা যায় না। বুঝলাম, যে ফসফরাসের আলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই, এই ধরণের কোন জীব থেকেই-তার উৎপত্তি।

চৌদ্দ দিনের দিন হঠাৎ কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে চারিদিকে তাকাতেই দেখি, একটা প্রকাণ্ড এ্যাল্‌বাট্রস জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে। একি তবে সেই পাখী, পেঙ্গুইন দ্বীপে যেটাকে দেখেছিলাম? একথা

মনে হতেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। যাই হোক, পাখীটাকে পয়া বলেই মনে হল। সারাদিন পাখীটা সঙ্গে থেকে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন যখন আমার ঘুম ভাঙল তখনো ভোরের অনেক দেরী। অধীর আগ্রহে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সমুদ্রের গর্জ্জন ক্রমেই ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠছে। সূর্য্যের প্রথম তীর্য্যক রশ্মি সাগরের বুকে এসে পড়তেই চোখে পড়ল প্রবাল-প্রাচীরের বুকে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের রাশি। আর দেখলাম প্রবাল-দ্বীপের বড় পাহাড়ের চূড়া। একি সত্য, না স্বপ্ন! হ্যাঁ সত্য, কোন ভুল নেই; বহুদিন পরে আবাব আমি আমার প্রবাল-দ্বীপকে প্রত্যক্ষ করলাম।

আমাব মনেব অবস্থা পাঠককে বলে বোঝাতে পারব না। অধীর আনন্দে ডেকের ওপবে লাফালাফি করতে লাগলাম, আর থেকে থেকে তাকাতে লাগলাম প্রবাল-দ্বীপের দিকে। তখনো প্রবাল-দ্বীপ যথেষ্ট দূরে থাকলেও তার পাহাড়গুলো আব তাদের মধ্যস্থিত উপত্যকা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। আবার যে নিরাপদে আমাদের প্রবালদ্বীপে ফিরে যেতে পারছি, এই আনন্দে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর টেলিস্কোপটা নিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

বন্ধুদের দেখা পাবার জন্য অধীর আনন্দে ছটফট করতে লাগলাম। আমি জানতাম ছ'টার আগে ওদের ঘুম ভাঙে না, অথচ তখন বেজেছে মাত্র তিনটে। হঠাৎ একটা

মতলব মাথায় খেলে গেল। তাড়াতাড়ি খানিকটা বারুদ এনে কামানটা ভাল করে ঠাসলাম, তারপর লোহার শিকটা আগুনে দিয়ে চলে এলাম বাইরে। তখন আর প্রবালদ্বীপের দূরত্ব সিকি মাইলের বেশী হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো কাছে, যেখানে হাঙরটা আমাদের তাড়া করেছিল, সেখানে উপস্থিত হলাম। তাড়াতাড়ি লাল টকটকে শিকটা আগুন থেকে নিয়ে এসে কামানে লাগাতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আকাশ-বাতাস থরথর করে কেঁপে উঠল।

পরমুহূর্ত্তেই পিটারকিন লাফাতে লাফাতে সমুদ্রতীরে এসে বড় বড় চোখ করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আমার জাহাজে চোখ পড়তেই চীৎকার করে উঠে একদৌড়ে কুটীরে ফিরে গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে জ্যাকও দৌড়ে এসে অবাক হয়ে জাহাজটা লক্ষ্য করতে লাগল।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, "জ্যাক, পিটারকিন, দেখ, দেখ, শোনো— এই যে আমি!"

চমকে উঠে দু'জনে আমার দিকে তাকাল। আবার আমি চীৎকার করে উঠতেই বুঝলাম, ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে। পাগলের মত হয়ে ওরা সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। আমিও আর থাকতে পারলাম না, সঙ্গে সঙ্গে জামা খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমাদের সেই পুনর্মিলনের বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বাকী দিনটা পিটারকিন শুধু আমাকে নিয়েই ব্যস্ত রইল—

কি যে করবে ভেবে পায়না। কত যে কলা, রুটিফল, নারিকেল, আলুসেদ্ধ ও আমাকে খাওয়াল তার ঠিক নেই। আনন্দের আতিশয্যে ও যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে।

তখন আমি ওদের কাহিনী শোনাবার জন্য জ্যাককে অনুরোধ করলাম।

জ্যাক শুরু করল—"তুমি তো ডুব দিয়ে অন্ধকার গুহা থেকে চলে এলে। আধ ঘণ্টার মধ্যেও যখন তুমি ফিরলে না, তখন তোমার ওপরে অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, কারণ তুমি জানতে, আমরা তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তারপর 'যখন একঘণ্টা কেটে গেল, ঠিক করলাম, তোমার সন্ধানে যাব। পিটারকিন একটু বাধা দিয়েছিল, বলেছিল, আমিও যদি ফিরে না আসি তো এই অন্ধকার গুহাতেই তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে। ওকে আশ্বস্ত করে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

"কোথাও তোমার সাড়া না পেয়ে আমার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল বুঝতেই পারছ। প্রথমে ভেবেছিলাম, ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও যখন তোমার মৃতদেহের সন্ধান পেলাম না, তখন বুঝলাম ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জাহাজটা একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেদিন আমি যত কেঁদেছিলাম, আমার সারা জীবনের চোখের জল এক জায়গায় করলেও বোধহয় ততটা হত না।"

বাধা দিয়ে পিটারকিন বলে উঠল, "এখানে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। ভুলে গেছ জ্যাক, তুমি যে বলেছিলে, ছেলেবেলায় ভোরে ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্য্যন্ত সারাদিন তুমি শুধু চীৎকার করে কাঁ—"

"—চুপ কর: পিটারকিন!—হ্যাঁ, জাহাজটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে আমি আবার অন্ধকার গুহায় ফিরে গেলাম। দুজনে অনেক যুক্তি করে ঠিক করলাম, সমস্ত দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে, তোমার মৃতদেহ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু এখন সমস্যা হল, তোমার সাহায্য না নিয়ে কি করে অন্ধকার গুহা থেকে পিটারকিনকে নিয়ে ফিরব। পিটারকিন তো ঘাবড়েই অস্থির। সে বলল, এখানে আসবার সময়ে আর এক মুহূর্ত্ত বেশী জলের তলায় থাকলে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু আর অন্য উপায় না দেখে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে ও রাজি হল। ওকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথের কিছুদূর গিয়েছি, এমন সময় ও এমন হাত পা ছুঁড়তে লাগল যে বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। মহা মুস্কিল হল, কি করা যায়! তখন পিটারকিনকে বললাম, 'এক কাজ করা যেতে পারে। এক ঘুসি মেরে তোমাকে অজ্ঞান করে ফেললে সেই অবস্থাতে তখন নিয়ে যেতে পারব।' কিন্তু পিটারকিন আপত্তি করে বলল, 'কিন্তু যদি এক ঘুসিতে অজ্ঞান না হই তবে তো আরো ঘুসি লাগাবে, সে বাপু আমি সহ্য করতে পারব না। আর, যদি খুব

জোরে ঘুসি মার তো আমার হাড়গোড়ই হয়ত গুঁড়িয়ে যাবে, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণেই মারা যাব !'

"আমাদের নিতান্ত ভাগ্য ভাল যে তখন আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একটা লম্বা লাঠির সঙ্গে যদি পিটারকিনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিই তাহলে ও আর হাত-পা ছুড়ে আমাকে বাধা দিতে পারবে না। মতলবটা পিটারকিনকে জানাতে ওর মুখের যে অবস্থা হল, সে বোধহয় বুঝতেই পারছ। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ও তাতেই রাজি হল, এবং এজন্য তুমি যদি ওকে ধন্যবাদ দাও তো আমি আপত্তি করব না। যাই হোক, আবার ডুবে আমাদের কুটীরে ফিরে গিয়ে একটা লম্বা কাঠ আর দড়িদড়া এনে তার সঙ্গে পিটারকিনকে যখন বেশ মজবুত করে বাঁধলাম, অনেকটা মিশর দেশীয় ম্যমির মত দেখতে হল ওকে।

"পিটারকিন ব্যাকুলভাবে বলল, 'শুধু একটা অনুরোধ, জ্যাক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ওপারে নিয়ে যেও ভাই। আর, আমাকে খুব বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিতে দিও। আর শোনো, নিঃশ্বাস নেবার পর তো কথা বলতে পারব না,—তাই বলছি, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো ; আমি যেই চোখ বুজবো অমনি ডুব দেবে। আবার বলি, যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে যাবে কিন্তু !'

"ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে এসে বললাম, 'এবারে দম নাও।'

"বলতে পিটারকিন এত লম্বা দম নিল যে সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সেই ব্যাঙের কথা মনে পড়ে গেল, যে ফুলতে ফুলতে ষাঁড়ের মতো প্রকাণ্ড হতে চেষ্টা করেছিল। ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ওর চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে ডুব দিলাম। তীরের মত বেগে সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে ওপারে গিয়ে উঠলাম।

"এর পরে আমরা তোমার সন্ধানে তৎপর হলাম। দিনের পর দিন অসাধারণ যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমরা তোমার দেহ অনুসন্ধান করেছি। পাহাড়-পর্ব্বত, উপত্যকা-অধিত্যকা, নদী-নালা, কোথাও খুঁজতে বাদ দিইনি। প্রবাল-প্রাচীরের কাছে খুঁজতে খুঁজতে পিটারকিন একদিন কালো মত কি একটা দেখতে পেল। কাছে গিয়ে দেখি, সেটা একটা ছোট পাত্র। ঢাকনা খুলে দেখলাম, তার ভেতরে বারুদ রয়েছে!"

মৃদু হেসে বললাম, "ও বারুদ আমিই পাঠিয়েছিলাম।"

"বের কর, শিগ্‌গির আমার বাজীর টাকা বের কর", সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল পিটারকিন, "নতুবা দেনদার বলে সারাজীবন তোমাকে জেলে রেখে দেব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে এখনি হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিচ্ছি,—বাব্বা!—বারুদের পাত্রটা দেখেই অমনি পিটারকিন হাজার টাকার বাজি রেখে বলল, এ নিশ্চয় তুমি পাঠিয়েছ। আমিও বাজি রেখে বললাম, কক্ষনো তুমি পাঠাও নি।

"পিটারকিন ঠিকই বলেছিল।" তখন আমি সমস্ত ঘটনাটা তাদের বললাম। জ্যাক আবাব শুরু করল,

"বারুদটা আমাদের অনেক কাজে এসেছে, যদিও খানিকটা তার সেঁতিয়ে গিয়েছিল। পুরোনো পিস্তলটায় বারুদ ভরে আমরা কদিন খুব শিকার করলাম। পিটারকিন তো এখন রীতিমত পাকা শিকারী, ওর লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না বললেই চলে।—যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। কোথাও তোমাব কিছুমাত্র চিহ্ন না পেয়ে আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। দ্বীপে আব মন টিকল না। কবে কোন্ জাহাজ এসে আমাদের নিয়ে যাবে, ভগ্নহৃদয়ে তার প্রতীক্ষা কবতে লাগলাম। কিন্তু এখন তোমাকে ফিরে পেয়ে দ্বীপটাকে আবার খুব, খু-উব ভাল লাগছে।"

একটু থেমে জ্যাক আবার শুরু করল, "এখন আমার ইচ্ছা করছে, দেশে ফেরবাব আগে আশে-পাশের আবও দুয়েকটা দ্বীপ দেখে নিই। এমন সুন্দর একটা জাহাজ যাদেব দখলে, তাদের আবার ভাবনা কি ?"

"এতে আমাব সম্পূর্ণ মত আছে।" পিটাবকিন বলল, "আমার মতে আমাদেব এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।"

আমরা দুজনেও পিটারকিনের সঙ্গে একমত হলাম। তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে নৌকোয় কবে জাহাজে তোলা হল।

যাবার আগে আমাদের প্রিয় দ্বীপের বহুপরিচিত জায়গাগুলো

ঘুরে ফিরে আর একবার দেখে নিলাম। পাহাড়ে উঠে চতুর্দ্দিকের ঘনশ্যামল দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখে নিলাম, তারপর সমুদ্রের তীরে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে, কুটীরে ফিরে এলাম। তারপর কুড়ুল, পেন্সিল, ভাঙা টেলিস্কোপ, আধভাঙা ছুরি, পাল খাটানো দড়ি,—যা কিছু সঙ্গে করে আমরা এ দ্বীপে এসেছিলাম, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সযত্নে সঙ্গে নিলাম সেগুলো। তারপর একখণ্ড কাঠের ওপরে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লিখলাম,

জ্যাক মার্টিন

র‍্যাল্‌ফ্ রোভার

পিটারকিন গে

তারপর কাঠটা কুটীরের প্রবেশ-পথের কাছে সযত্নে টাঙিয়ে দিয়ে এতদিনের প্রিয় প্রবাল-দ্বীপের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা জাহাজে উঠলাম। ক্রমে ছোট হয়ে যেতে লাগল দ্বীপটা, শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের পাহাড়দুটোও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেল।

জ্যাক, র‍্যাল্‌ফ্ আর পিটারকিনের নতুন এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পাবে 'গরিলা হাণ্টার্স' এ।

অভ্যুদয়ের বই

অনুবাদ

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ (২য় সংস্করণ) ২৲

দি ইনভিজিবল ম্যান—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ ১৷৷৹

দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস্—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ ২৲

দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্

এইচ্ জি ওয়েল্‌সের গল্প—সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৸৹

দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড —ব্যাল্যাণ্টাইন (২য় সংস্করণ) ১৷৹

দি গরিলা হাণ্টার্স—ব্যাল্যাণ্টাইন ১৷৹

দি ডগ ক্রুসো—ব্যাল্যাণ্টাইন ১৲

হোয়াইট ফ্যাঙ—জ্যাক লণ্ডন

নিকলাস নিক্‌লবি—চার্লস ডিকেন্স ১৲

দি ব্ল্যাক টিউলিপ্—এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা ১৷৷৹

মাস্টারম্যান রেডি—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট ১৲

দি চিল্ড্রেন অব্ দি নিউ ফরেস্ট—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট ১৷৹

দি চ্যানিংস—মিসেস হেনরি উড ১৷৷৹

অথই জলের রূপকথা—চার্লস কিংসলে
('দি ওয়াটার বেবীজ'এর অনুবাদ) ১৷৷৹

পিনোশিয়ো—কার্লো কলোদি

দি ইলিয়াড্—হোমার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অন্যান্য

যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত